NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সামরিক প্রযুক্তিতে চিনের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বরিত পাকও

আপনি কি গৃহবধূ? পেতে পারেন পার্সোনাল লোন ৮

কলকাতা ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ ২ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.01.2025, Vol.18, Issue No. 216 8 Pages, Price 3.00

সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি মামলার শুনানি ফের পিছল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যোগ্যদের জন্য অযোগ্যরা যেন বঞ্চিত না হয়। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় শীর্ষ আদালতে জোরালো সওয়াল চাকরিচ্যুতদের আইনজীবীদের। তাঁদের বক্তব্য, হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই যে তদন্ত করেছে, সেই তদন্তে অনেক খামতি রয়ে গিয়েছে। সেটার ভিত্তিতে যেন যোগ্যদের চাকরি বাতিল না করা হয়। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৭ জানুয়ারি। সেইদিন রাজ্য সরকার এবং সিবিআইয়ের বক্তব্য শুনতে পারে শীর্ষ আদালত।

গত বছর এপ্রিলে ২০১৬ সালের এসএসসির নিয়োগের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে রাতারাতি চাকরি হারান ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও চাকরিহারাদের একাংশও মামলা দায়ের করে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় হাইকোর্টের ওই নির্দেশে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয়। এখনই তাঁদের চাকরি বাতিল হচ্ছে না। সেই মামলার শুনানি ছিল বুধবার।

কিন্তু এদিনও ওই চাকরিচ্যুতদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল না। শীর্ষ আদালতে এদিন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক মামলার শুনানি চলে। শুনানিতে বিভিন্ন পক্ষের প্রায় ২০ জন আইনজীবী নিজেদের বক্তব্য রাখেন। এদিন মূলত মামলাকারীদের বক্তব্য শোনা হয়। চাকরিচ্যুতদের আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে দাবি করেন, 'এসএসসিতে দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু সেটা নিয়ে সঠিক তদন্ত হয়নি। কীভাবে দুর্নীতি, কারা কারা যুক্ত, সেটার সঠিক মূল্যায়নই হয়নি। ক্যাজুয়াল তদন্ত হয়েছে। সঠিকভাবে তদন্ত হলে যোগ্য-অযোগ্য নিয়ে এত বিতর্ক হত না।'

নবম-দশম এবং গ্রুপ ডি চাকরিচ্যুতদের আইনজীবী মুকুল রোহতগিও হাইকোর্টের রায় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রোহতগী বলেছেন, আসল ওএমআর শিট এখনও পাওয়া যায়নি। যে ওএমআর শিটগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল, তা ফরেন্সিকের জন্য পাঠানো হয়। সেই রিপোর্ট আসার আগেই রায় ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। অথচ রিপোর্ট এখনও আসেনি।' তিনিই দাবি করেন, 'অযোগ্যদের জন্য যেন যোগ্যরা বঞ্চিত না হন।' সওয়াল-জবাবের মধ্যেই বিচারপতি সঞ্জীব খন্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ইঙ্গিত দিয়েছে, কোনওভাবে যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করতে পারলে ঠিক আছে। সেটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে পুরো প্যানেল বাতিল করতে হবে।

রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে জামিন পেলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেল থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বুধবারই রেশন দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জামিন দিয়েছে কলকাতার বিচারভবন। এর পর সন্ধ্যায় জেল থেকে ছাড়া পেলেন তিনি।

আদালত জামিন দেওয়ার পরেই প্রেসিডেন্সি জেলে ভিড় জমিয়েছিলেন বালুর অনুগামী। পৌঁছে গিয়েছিলেন বালুর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। এর পর বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ জেল থেকে বেরোন প্রাক্তন মন্ত্রী। বেরোনোর পর অবশ্য জেলের বাইরে বেশি ক্ষণ দাঁড়াননি তিনি। জেল থেকে বেরিয়েই গাড়িতে উঠে চলে গিয়েছেন মেয়ের সঙ্গে। গিয়েছেন সল্টলেকের বাড়িতে।

এর আগে জামিনের শুনানিতে প্রাক্তন মন্ত্রীকে দুর্নীতির 'রিং মাস্টার' বলে বর্ণনা করেছিল ইডি। ইডি দাবি করেছিল, জ্যোতিপ্রিয় 'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর'। নদীর শাখা-প্রশাখা যেমন সাগরে মেশে, তেমনই দুর্নীতিকারীদের গন্তব্যস্থল ছিলেন তিনি। রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বালুর জামিনের বিরোধিতা করে আদালতে ইডির বক্তব্য ছিল, রেশন দুর্নীতির এফআইআরে প্রথমে তাঁর নাম ছিল না। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে একাধিক নথি ইডির হাতে এসেছে।

তা থেকে দেখা গিয়েছে, এফআইআরে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর নাম না থাকলেও এই দুর্নীতির 'রিং মাস্টার' তিনিই।

রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। গ্রেপ্তারির পরে প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী। হাসপাতালে কিছু দিন থাকতে হয় তাঁকে। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে জেলে যান তিনি। সেই থেকে জেলেই ছিলেন। বেশ কয়েক বার আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। কিন্তু প্রতি বার 'প্রভাবশালী তত্ত্ব' তুলে ধরে তাঁর জামিনের বিরোধিতা করেছিল ইডি। তাদের দাবি ছিল, জ্যোতিপ্রিয়কে জামিন দিলে তিনি তদন্তে প্রভাব খাটাতে পারেন। অতঃপর জামিন পাননি প্রাক্তন মন্ত্রী। বুধবার অবশ্য তা ঘটেনি।

দুর্গাপুজোর আবহে বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশির পর রাতে বালুকে গ্রেপ্তার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পরেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। ইডি সূত্রে দাবি করা হয়েছিল, মন্ত্রীর বাড়ি থেকে রেশন বণ্টন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মিলেছে। জেলবন্দির পর অসুস্থতার কারণে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তিও হয়েছিলেন। তবে পরে সুস্থ হয়ে ফের জেলে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেপ্তারের পর বার বার তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছিলেন, বিজেপি 'ষড়যন্ত্র' করেই বনমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। অথচ ২০২২ সালের ২৩ জুলাই তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে তাঁকে মন্ত্রিত্ব ও দলের মহাসচিব পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্থকে সাসপেন্ডও করা হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ এখনও জামিন পাননি। সদ্যই তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। কিন্তু জামিন পেলেন বালু।

জেলের পথে আসামির ছোড়া গুলিতে জখম দুই পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালত থেকে দুই আসামিকে থানায় যাওয়ার পথে পুলিশের গাড়িতে চলল গুলি। তাতে জখম হয়েছেন দুই পুলিশকর্মী। তার মাঝেই পালিয়ে যায় দুই আসামি। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া এলাকায়। গুলিবিদ্ধ দুই পুলিশকর্মীকে ভর্তি করানো হয়েছে হাসপাতালে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল জেলা পুলিশ মহলে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার ইসলামপুর আদালতে হাজির করানো হয়েছিল একটি অপরাধের মামলায় যুক্ত দুই আসামিকে। শুনানি শেষে দু'জনকে নিয়ে আবার রায়গঞ্জ জেলে যাচ্ছিল পুলিশ। পুলিশের ভ্যানটি গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া এলাকায় যখন আসে, তখন আচমকা গুলি চলে। তাতে দুই পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। যদিও কে বা কারা গুলি চালিয়েছে, এখনও জানা যায়নি।

পুলিশের একটি সূত্রে খবর, গুলিবিদ্ধ দুই পুলিশকর্মীর নাম নীলকান্ত সরকার ও দেবেন বৈশ্য। পরে পুলিশের আর একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, দুই আসামি পুলিশকর্মীদের বন্দুক ছাড়িয়ে নিয়ে গুলি করেন। তাতে দুই পুলিশকর্মীর শরীরে তিনটি গুলি লেগেছে। আহত দু'জন এখন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সেনাবাহিনী দিবসে মুম্বইয়ে ৩ রণতরীর উদ্বোধন মোদির

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি: সাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত। বুধবার সেনাবাহিনী দিবসে মুম্বইয়ে নৌসেনার তিনটি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মধ্যে রয়েছে একটি সাবমেরিন। আইএনএস সুরাত, আইএনএস নীলগিরি এবং আইএনএস ভাগশির ওরফে 'হান্টার কিলার' সাবমেরিনকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন মোদি। আইএনএস সুরাট উন্নতমানের গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার। এটি বিশ্বের বৃহত্তম মিশাইল ডেস্ট্রয়ারগুলির মধ্যে একটি। অটোমেশন এবং অর্ডন্যান্সের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি উন্নত এই মডেল, যার সিংহভাগই নির্মাণ হয়েছে ভারতে। আইএনএস নীলগিরি ১৭এ স্টিলথ ফ্রিগেট প্রকল্পের প্রথম জাহাজ। শিবালিক-ক্লাসের ফ্রিগেটের তুলনায় এর প্রযুক্তি অত্যাধুনিক । রণতরীগুলির ডিজাইন তৈরি হয় দিল্লিতে নৌসেনার ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো থেকে।

অন্যদিকে সাবমেরিন আইএনএস ভাগশির কালভরি ক্লাস-প্রজেক্ট ৭৫-এর অন্তর্ভুক্ত। ফ্রান্সের নৌবাহিনীর সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে এই রণতরী। এই সাবমেরিন চুপিসারে চলা ফেরা করে। নিঃশব্দ ঘাতক হয়ে উঠতে পারে শত্রুদের। এই সাবমেরিন অ্যান্টি-সারফেস ওয়ারফেয়ার, অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার মিশনে কাজ করতে পারবে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ-সহ আরও কিছু বিশেষ কাজ করতে সক্ষম হবে।

এদিন রণতরী উদ্বোধনের পর মোদি বলেন, 'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ভারতীয় নৌবাহিনীকে নতুন শক্তি ও নতুন দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আজ তার পবিত্র ভূমিতে আমরা একবিংশ শতাব্দীর নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক বড় পদক্ষেপ নিচ্ছি। এই প্রথম একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি ফ্রিগেট এবং একটি সাবমেরিন একসঙ্গে কার্যকর হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী যোগ করেন, 'ভারত বৃহত্তম নৌশক্তি হিসেবে উঠে আসছে। পাশাপাশি গতি আসছে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে, যা আত্মনির্ভর ভারতের পথে এককদম।'

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি 'অনাস্থা' নয় সেবাশ্রয় ক্যাম্প

তুলনার জবাব দিলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবারে তাঁর সংসদীয় এলাকায় চলছে স্বাস্থ্যশিবির। দূরদূরান্ত থেকে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে সেখানে আসছেন মানুষ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার 'সমান্তরাল' ব্যবস্থা কি না কোনও কোনও মহল থেকে এমন প্রশ্নই তোলা হচ্ছিল। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় এমনই এক শিবিরে যোগ দিয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। স্পষ্ট জানালেন, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সঙ্গে তাঁর সেবাশ্রয়ের তুলনা করা ঠিক নয়।

সম্প্রতি মেদিনীপুর মেডিক্যালে প্রসূতি মৃত্যু, নিম্নমানের স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে রাজ্যে। সেই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীরা সরব হয়েছেন। এমনকি, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও ওঠে। সেই আবহে অভিষেকের স্বাস্থ্য ক্যাম্পের সঙ্গেও কেউ কেউ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার তুলনা টানছেন। এই তুলনা 'ভিত্তিহীন' বলেই বুঝিয়ে দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তিনি বলেন, 'রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে, আমি এর সঙ্গে একমত নই।'

অভিষেক এ-ও জানান, তিনি সেবাশ্রয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের 'দুয়ারে' পৌঁছে দিতে চান। তবে তা কখনওই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। তিনি জানান, গত ১৩ বছরে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে অনেক কাজ করেছে। তৈরি হয়েছে অনেকগুলো সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। আছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে পরিষেবা পান। এ কথা বলতে গিয়ে টেনে এনেছেন কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কথাও। তাঁর দাবি, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে সুবিধা পেতে হলে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিঃশর্তে মেলে।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মনে করেন, 'রাজ্য সরকার তার মতো যথেষ্ট করেছে। আমি আমার মতো করে চেষ্টা করেছি।' অভিষেকের কথায় উঠে এসেছে মেদিনীপুর মেডিক্যালের প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনাও। তাঁর কথায়, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি এ-ও বুঝিয়ে দেন, সেখানে দল বা পদ প্রাধান্য পাবে না।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব: মেনেই বিনয়ী হওয়ার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলে গোষ্ঠীকোন্দল আছে। মেনে নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর যুক্তি, দল বড় হলে কোন্দল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলা সকলকে মেনে চলতে হবে। অভিষেকের কথায়, 'দলের ঊর্ধ্বে কেউ নন। আর কেউ নিজেকে কেউকেটা ভাবলে দলও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি করবে না।'

দুলাল খুনের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীও। মালদহের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূলেরই এক নেতা।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, পূর্বতন বাম আমলে এমন একটি উদাহরণ নেই। কিন্তু এ রাজ্যের বর্তমান সরকার দোষীদের আড়াল করে না। সে তিনি যে-ই হোন না কেন। তাঁর কথায়, 'কখনও দেখাতে পারবেন, উত্তরপ্রদেশে কোনও বিজেপি নেতা অপরাধের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন? আমরা তদন্তের মতো তদন্ত করি। যদি কেউ কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সে যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকুক, যে ধর্ম-বর্ণের হোক, এক জন দোষী দোষীই। অপরাধীর কোনও জাতি বা ধর্ম হয় না। আমরা ব্যবস্থা নেব। অপরাধীদের কেউ পার পাবে না।'

মালদহের ঘটনা নিয়ে অভিষেক আরও বলেন, 'পুলিশকে নিয়ে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। যে নির্দেশ দেওয়ার তিনি দিয়েছেন। কিন্তু দলের গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে, তার প্রেক্ষিতে বলি; একটি রাজনৈতিক দল যখন বড় হয়, তখন সেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক।' তৃণমূলের 'সেনাপতি'র প্রশ্ন, 'বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই? সিপিএম যখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল, তখন গোষ্ঠীকোন্দল ছিল না?' অভিষেকের সংযোজন, 'একটা বাড়িতে ছ'জন থাকলে চার জনের ঝগড়া হয়। সেখানে একটি দল যেখানে লক্ষের উপর পদাধিকারী আছেন, সেখানে মতভেদ, মনোমালিন্য থাকতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক।'

যদিও দলের এই ফাটল মেরামতে তৃণমূল সক্রিয় বলে জানান অভিষেক। তিনি বলেন, 'যদি কেউ কোনও ভাবে দলকে দুর্বল করতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে অতীতেও দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ব্যবস্থা নিয়েছে। আগামী সময়েও এর কোনও ব্যতিক্রম হবে না। কোনও অপরাধের সঙ্গে যদি কেউ যুক্ত থাকেন, পুলিশ-প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কাউকেই রেয়াত করা হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূলের এক জন বুথ স্তরের কর্মীকে যেমন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবেও আমাকে সেই শৃঙ্খলা মানতে হবে। আর নিজেকে কেউকেটা ভাবলে দলে তাঁর জায়গা নেই।' অভিষেকের বার্তা, 'দলের ঊর্ধ্বে কেউ নন। মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছেন। মানুষের কাজ করতে গিয়ে যদি কেউ নিজেকে কেউকেটা ভাবেন, তাঁদের জন্য তৃণমূলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সকলকে বিনয়ী হতে হবে, নম্র হতে হবে।'

তাঁর আরও বার্তা, 'যাঁরা ভাবছেন, মৌরসিপাট্টা করে দল চালাব, তাঁদের কপালে বিপদ আছে। এই একই ভুল সিপিএম করত। একই ভুল বিজেপি অন্য রাজ্যে করছে। আমাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য রয়েছে। আমরা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ।'

স্যালাইনকাণ্ড নিয়ে সিবিআইকে দিয়ে সিট গঠনের দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিষ স্যালাইনে প্রসূতির মৃত্যু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও তিনজন। তীব্র চাপানউতোর গোটা রাজ্যে। ফের প্রশ্নের মুখে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। চাপানউতোরের মধ্যেই এবার স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তুললেন ক্ষতিপূরণ থেকে সরকারি চাকরির দাবিও। এদিকে শুভেন্দু স্বাস্থ্য ভবনের কাছাকাছি যেতেই শুরুতেই বচসায় জড়াতে দেখা যায় পুলিশকে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন শুভেন্দু-সহ তাঁর অনুগামীরা।

এরইমধ্যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, সিআইডি তদন্ত করছে আসলে প্রমাণ নষ্টের জন্য। টানেন আরজি করের প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, 'বিধানসভা বন্ধ, তাই বলার জায়গা নেই। জনস্বার্থেই স্বাস্থ্য ভবনে এসেছিলাম। স্পেশ্যাল সেক্রেটারিরর সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা বলেছি, রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ চেয়ারের উপরে অভিযোগ উঠেছে। এখন সিআইডি তদন্ত করছে আরজি করের মতো। আসলে প্রমাণ নষ্ট করার জন্য সিআইডি-কে পাঠানো হয়েছে।'

একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, সিআইডি তদন্ত চলতে পারে। কিন্তু সিবিআই-কে নিয়ে তৈরি করতে হবে সিট। তাঁর সংযোজন, 'আমরা স্পেশ্যাল সেক্রেটারিকে বলেছি, ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটির প্রতিনিধি, রাজ্যের প্রতিনিধি রাখতে হবে। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন চিফ জাস্টিসকে লিখতে। যাতে তাঁরা একটা বিচারপতি দেন। আর সিআইডি যদি থাকে তাহলে সিবিআই যাতে তাঁদের অফিসার দেয় সেটাও লেখার কথা বলেছি। সিট তৈরি হোক। এদের সকলকে নিয়ে সিট তৈরি হোক। পুরোটার নেতৃত্ব দিক একজন বিচারপতি।'

কাঠগড়ায় তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতেই ক্ষতিপূরণের দাবিও তোলেন। বলেন, 'আমরা বলেছি প্রসূতি মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য মারা গিয়েছেন। ওনার দুটো বাচ্চা আছে। আপনারা দায়ী। আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে। ৫০ লক্ষ টাকা দিন আপনারা। চাকরি দিতে হবে। বাকি তিনজন প্রসূতির কথা আমরা জিজ্ঞেস করেছি। প্রথমে বলল ক্রিটিক্যাল, তারপর বলল চিকিৎসা চলছে।' এখানেই না থেমে আক্রমণের সুর আরও চড়িয়ে বলেন, 'সবথেকে বড় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হচ্ছে গত এক মাস ধরে যাদের এই স্যালাইন দেওয়া হয়েছে তাঁদের ভবিষ্যতে কিডনি বিকল হতে পারে।

ডাক্তারা বলছে, বিশেষজ্ঞরা বলছে এ কথা। আমরা তালিকা চেয়েছি। তালিকা প্রকাশ করে তাঁদের দায়িত্ব নিতে হবে। নাহলে ৬ মাস পরে বলবে সুগার ছিল তাই কিডনি ফেল করেছে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২০২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Souvik Adak ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subir Adak ও Sudhir Adak উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Sukumar Malik S/o. Kenaram Malik ও Sukumar Malick S/o. K. R. Malick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Anup Kumar Ojha S/o. Lt. Chimanlal Ojha Residing at 15, Allenby Road, opp Northern Park, Bhowanipur, LR Sarani, Kolkata have changed my name and shall henceforth be known as Anup Ojha as declared before the Notary Public, C.M.Ms' Court, 2 & 3 Bankshall Street, Kolkata-700001, West Bengal vide Affidavit No. 12/2025 Dated 15/01/2025. Anup Kumar Ojha and Anup Ojha both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অরবিন্দু বিশ্বাস**, পিতা- ঁভোলানাথ বিশ্বাস, ৬৯নং বগুলা মৌজার খতিয়ান নং RS ৬৪০, LR ৯৬৯৭, ৯৬৯৫, ৯৬৯৬, ৯৬৯৪, দাগ নং ৩৮০, শ্রেণী - বাড়ী, পরিমাণ ০৪ শতক সম্পত্তি আকাশ কুমার বালা, পিতা- ঁযজ্ঞেশ্বর বালা, সাং রায়নগর, পোঃ- নাশের কুলি, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। **আকাশ কুমার বালা** উক্ত সম্পত্তি ইং ০৩.০৮.২০১৭ তারিখের ADSR রানাঘাট-১ অফিসের IV-187/17 নং একখানি আমমোক্তারনামার বলে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L. & L.RO. অফিসে অথবা আমার সহিত ৯০৬৪৩৯০১৭৬ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

ত্রিদিব প্রামাণিক (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২০২৪ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Kalu Singh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Lakshman Singh, Sachchu Singh ও S. Singh সাং বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, SANGEETA DEVI, D/O. SIDH KARAN BOTHRA, residing at Flat-3/6, 6th Floor, 17 Mukhram Kanoria Road, Howrah-711101 have changed my name and shall henceforth be known as SANGEETA DEVI SETHIA as declared before the Notary Public C.M.M's Court, vide affidavit sl. no. 99/2025 Dated 13-01-2025. SANGEETA DEVI and SANGEETA DEVI SETHIA both are same & identical person.

Change of Name

I, **AMAL KUMAR MAJUMDAR** S/o Late Sushil Kumar Majumdar, residing at Manikpur, Midnapore, Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN-721101 shall henceforth be known as **AMAL MAJUMDAR** as declared in the Court of the Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore vide Affidavit No. 786 Dated 13/01/2025. **AMAL KUMAR MAJUMDAR** and **AMAL MAJUMDAR** both are same and identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৬ই জানুয়ারি , ২ রা মাঘ, বৃহস্পতি বার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খ ুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, **Rekha Mukhopadhyay** alias Rekha Mukhopadhya, aged about – 83 years, wife of Late Gopal Chandra Mukherjee alias Late Gopal Chandra Mukhopadhyay and daughter of Late Jatindra Nath Badyopadhyay and Late Renubala Bandypadhyay, residing at 19, Saducharan Mukherjee Road, Halderpara, Chandannagar, District - Hooghly, P.O. & P.S. Chandannagar, PIN – 712 136, have changed my name and I shall be henceforth known as Rekha Mukherjee as declared before the Notary Public, Calcutta, vide Affidavit No.04 dated 14.01.2025. **Rekha Mukhopadhyay** and **Rekha Mukhopadhya** and **Rekha Mukherjee** all are self-same and identical person.

ভ্রম সংশোধন

গত ১৪.০১.২০২৫ তারিখে এই একদিন পত্রিকায় ২ নং পাতায় প্রকাশিত মোকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে দরখাস্তকারিণী **শ্রীমতী শ্রীলতা চ্যাট্যার্জী** -র বিজ্ঞপ্তিতে মিস কেস ৯৮/২০২৮ এর পরিবর্তে **মিস কেস ৭৪/২০২৪ (সাকসেশন)** পড়িতে হইবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী, ২) শ্রী রমেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ৩) শ্রী সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ৪) শ্রী শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ৫) শ্রী গঙ্গাসাগর চক্রবর্ত্তী সকলের পিতা স্বর্গীয় দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, ৬) শ্রীমতী অপর্ণা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী ভবরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী, ৭) শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্য্য, স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্য্য, ৮) শ্রীমতী অরুনা ভট্টাচার্য্য, স্বামী তপন ভট্টাচার্য্য ৯) শ্রীমতী পূর্ণিমা ভট্টাচার্য্য, স্বামী শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য, ১০) শ্রীমতী সাগরিকা ভট্টাচার্য্য, স্বামী রতন ভট্টাচার্য্য, ১১) শ্রীমতী বুবুন সর্ব্ববিদ্যা, স্বামী দেবাশীষ সর্ব্ববিদ্যা, ১২) শ্রী সৌম শুভ চক্রবর্ত্তী, পিতা স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ১৩) শ্রীমতী ডলি চক্রবর্ত্তী, স্বামী স্বর্গীয় শশধর চক্রবর্ত্তী, ১৪) শ্রী হীরক শুভ্র চক্রবর্ত্তী, পিতা স্বর্গীয় শশধর চক্রবর্ত্তী, ১নং হইতে ১২নং দাতা-দাত্রীর হাল সাং - ৯নং সেন্ট্রালপার্ক, এইচ.এল. সরকার রোড, বাঁশদ্রোণী, কোলকাতা ৭০ গত ইং 04/02/2013 তাং IV-35/2013 আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী চন্দন দাস, পিতা শ্রী মিহির চাঁদ দাস সাং ও পোঃ-বীরনগর, জেলা নদীয়া মহাশয়কে আমমোক্তার প্রাপ্ত করি। উক্ত আমমোক্তার গত 13/04/2016 তাং রানাঘাট ১ নং রেজিষ্ট্রী অফিসে লিপিবদ্ধ ২৮১১ নং কোবালা দলিল বলে ১৯ নং বীরনগর মৌজায় ১২৩০ নং খতিয়ানে ২৮৯৮ নং দাগের ২.৪৭৫ শতক জমি ১) শ্রী অরুনাংশু রায়, পিতা ঁধীরাজ রায়, ২) শ্রী রঞ্জিত মজুমদার, পিতা তরনী মজুমদার উভয়ের সাং ও পোঃ- বীরনগর, জেলা নদীয়া মহাশয়দ্বয়কে উক্ত জমি বিক্রয় করে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরুপ আপত্তি থাকিলে রানাঘাট ১ নং B.L & L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

LOST AND FOUND

A Sale Deed document in original dated 21/12/1999 and registered with theDistrict Sub-Registrar, Alipore, South 24 Parganas, bearing Book No. I, Volume No. 39, Page 281 to 300, being No. 01455 for the year 2000 was lost. If found please call 9051866166.

MR. PREM KUMAR SINGH
Advocate
(Mobile No. 9051866166),
53, Milan Park, Garia, Kolkata 700084

Notice is hereby given that one of our clients cancelled one non registered agreement for sale which was executed with one Shouvik Kumar Parbat, resident of 4/196, Gandhi Colony, P.O- Regent Estate P.S- Jadavpur, Kolkata- 700092 in respect of ALL THAT the piece and parcel of bastu land admeasuring 2 (Two) Cottahs 7 (Seven) Chittacks 30 (Thirty) sqft with structures at Mouza:- Kamdohari, J.L. No. 49, Touzi No 14, R.S, No 200, R.S. Dag No. 723, R.S. Khatian No. 106, P.S. Regent Park, within the KMC Ward No. 111, Borough No. XI, S.R. & D.R. Alipore now Premises No. 305, Subhas Pally, Assessee No. 31-111-25-0305-9, P.S. Regent Park, Kolkata-700084 (said property) by refunding the entire earnest money thus said property is free from any encumbrances and he does not have any more legal right to enforce his claim upon the said property from my Clients' end.

Anybody having any claim or demand of any nature whatsoever in respect of the aforesaid property may intimate us, his/her/their claim about the same with supporting documents within 15 (Fifteen) days from the date of this notice, failing which we shall proceed to close the transaction.

MR. PREM KUMAR SINGH
Advocate
(Mobile No. 9051866166),
53, Milan Park, Garia, Kolkata 700084
Date:-15.01.2025

আরও দুইটি নতুন দালিয়ান রেক চালু হবে ব্লু-লাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলের কলকাতার নোয়াপাড়া কারশেডে ১৪ জানুয়ারি দুটি নতুন রেক (এমআর ৫০৪ এবং এমআর ৫১২) এল, যা দালিয়ান রেক নামে পরিচিত। এই রেকগুলি গ্লোবাল টেন্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। ১২ জানুয়ারি কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরে একটি জাহাজের মাধ্যমে (ভায়োলেট এস) পৌঁছয়। জাহাজ থেকে মোট ১৬টি কোচ নামিয়ে, সংযুক্ত করে একটি ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে নোয়াপাড়া কারশেডে পাঠানো হয়েছে।

এই রেকগুলি যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য সহ সজ্জিত এবং মেট্রো রেল, কলকাতার নেটওয়ার্কে আরও উন্নত যাত্রার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। এই রেকগুলির দরজা বিদ্যমান এসি রেকগুলির তুলনায় ১৯০ মিমি চওড়া। এছাড়াও, বেশি আসন সংখ্যা, উন্নত এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, শধ কমানোর সুবিধা এবং চোখ-শীতল আলো যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ নতুন সংযোজন। রেকগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল- চওড়া দরজা দিয়ে যাত্রীরা সহজ প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারবে, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে। উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহ যাত্রাকে ঝাঁকিমুক্ত করবে। কোচের ভেতরে সিসিটিভি কভারেজ, মডুলার ও চওড়া ভেস্টিবিউল, বেশি আসন সংখ্যা, প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা। দৃষ্টিনন্দন অভ্যন্তরীণ ডিজাইন, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতার এসি, ছোট ও মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস (বাইরের সংকেত বাতি সহ), উজ্জ্বল বহু রঙের বহুভাষিক ডিসপ্লে বোর্ড, একরূপ আলো, হুইল চেয়ার পার্কিং সুবিধা, এবং দরজার পাশে হ্যান্ড রেল। প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যর মধ্যে থাকছে, রেন ওয়াটার চ্যানেল, পেইন্টবিহীন স্টেইনলেস স্টিলের কার বডি। উন্নত ডোর চ্যানেল ও সাইড স্টপার। উন্নত শক্তি ব্যবহার যা পরিবেশবান্ধব। নিরাপত্তার জন্য থাকছে ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম। স্ট্র্যাপ সহ নিয়ন্ত্রিত ডিশার্জ ফায়ার এক্সটিংগুইশার। চওড়া ইভাকুয়েশন ডোর ও অ্যান্টি-স্কিড রাবার ফ্লোরিং সহ ইভাকুয়েশন র‍্যাম্প।

বর্তমানে, তিনটি দালিয়ান রেক মেট্রো রেলের, কলকাতার ব্লু লাইনে চালু রয়েছে। এই দুটি রেক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর ব্লু লাইনে চালু করা হবে। আশা করা যাচ্ছে, মেট্রো যাত্রীরা আগামী দিনে আরও আরামদায়ক যাত্রার অভিজ্ঞতা উপভোগ করবেন।

অনলাইনে এবং দোকানে রিটেলে বিক্রির ক্ষেত্রে স্যামসং মোবাইলের দাম ভিন্ন। অনলাইনে এই মোবাইল পাওয়া যায় অনেক কম পয়সায়। যে কারণে দোকান থেকে বিক্রি প্রায় হয় না স্যামসং মোবাইল। অনলাইন এবং দোকানে যাতে একই দামে স্যামসং মোবাইল বিক্রি করা হয় তার জন্য বুধবার মধ্য কলকাতার ই-মলে অল ইন্ডিয়া মোবাইল রিটেলার্স অ্যাস্যোসিয়েশনের তরফ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলও করা হয়।

অভিনেত্রী দর্শনা বণিক বুধবার ৪৫০০ বর্গফুট বজ বজ ফ্র্যাঞ্চাইজি সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস শোরুমের উদ্বোধন করেন। এদিন দর্শনা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-বজবজ শোরুমের ফ্র্যাঞ্চাইজের মালিক এলআর দেবালিনা সেন, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন এবং কৌশিক বসাক।

"ইসলামের সেবায় নিয়োজিত মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড"

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের উদ্যোগে পার্ক সার্কাসের একটি হোটেলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাজি মেহমুদ ও মহম্মদ কামরুজ্জামান বোর্ডের দু'জন নয়া সদস্যকে সম্মানিত করা হয়। সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আবু তালেব রহমানি। তিনি মনোনিত হয়েছেন এক্সিকিউটিভ সদস্য। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. রফিকুল ইসলাম, কাজী শামসুদ্দিন, মাওলানা জিয়াউদ্দিন কাসেমী-সহ অনেকেই।

মাওলানা আবু তালেব রহমানি বলেন, 'এই বাংলার ভূমি থেকে বহু ঐতিহাসিক কাজ হয়েছে।' রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান বলেন, 'আমি এই সংস্থার সঙ্গে বহুদিন ধরে যুক্ত রয়েছি। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে কাজ করেছি।' বৈঠকে উপস্থিত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া ভিসি ড. রফিকুল ইসলাম বলেছেন, 'আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্যক্রম এবার সঠিক দিশা পাবে।' মাওলানা কামরুজ্জামান বলেন, বোর্ড ভারতীয় মুসলিমদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা।

বর্ধমানে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিশ্ব হিন্দি দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব হিন্দি দিবস উদযাপন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল। যেখানে সকল কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রভাত কুমার সিনহা হিন্দির বিশেষত্ব তুলে ধরে বলেন যে, 'ভারতে, বিভিন্ন ভাষায় যোগাযোগ হয়। এই সমস্ত ভাষার নিজস্ব যাত্রা ছিল এবং এরকম একটি যাত্রা ছিল আমাদের সরকারি ভাষা হিন্দির, যা আধুনিক সময়ে বেদ ও পুরাণের মাধ্যমে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এটি বৈদিক সংস্কৃতির মাধ্যমে আধুনিক হিন্দির রূপ নিয়েছে, যা

ভারতীয় সমাজের যোগাযোগের ভাষা। আজকাল, অফিসগুলিতে হিন্দিতে কাজ করার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি তখন ঘটে যখন সমাজ ক্রমাগত তার বিকাশের সাথে সাথে ভাষাগুলিও বিকাশ করে এবং আমরা সকলেই একই সমাজের অংশ যেখানে আমরা ভাষার মাধ্যমে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি। আমরা প্রকাশ করতে সক্ষম।'

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়িকে 'হেরিটেজ' ঘোষণার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহু মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন জনপদ নৈহাটি। যদিও নৈহাটিতে সাহিত্যিক সমরেশ বসু ও প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল মিত্রের বসতভিটের চিহ্নটুকুও আজ আর নেই। রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে

জরাজীর্ণ দশায় পরিণত হয়েছে নৈহাটির শাস্ত্রী পাড়া রোডে অবস্থিত পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বসতভিটেও। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সেই বসতভিটে বাঁচাতে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলেন নৈহাটির বর্তমান বিধায়ক সনৎ দে। সম্প্রতি তিনি মহামহোপাধ্যায়ের জীর্ণ বাড়িটিকে 'হেরিটেজ'ঘোষণা করে সংগ্রহশালা করার আবেদন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকলেও, বামফ্রন্ট সরকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়িটিকে 'হেরিটেজ' স্বীকৃতি

দেওয়ার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বর্তমান সাংসদ পার্থ ভৌমিক বিধায়ক থাকাকালীনও তিনি এই উদ্যোগ নেননি। আচমকা পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়িটিকে 'হেরিটেজ' ঘোষণা করে সংগ্রহশালা গড়ার আবেদন ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে নৈহাটিতে। যদিও এপ্রসঙ্গে নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে বলেন, 'সমরেশ বসু থেকে শুরু শ্যামল মিত্র, ব্যারিস্টার পি মিত্র, কেশব সেনের বাড়ির স্মৃতিচিহ্ন আজ আর নেই। শুধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়িটি টিকে রয়েছে। তবুও রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে বাড়িটি জীর্ণ দশায় পরিণত হয়েছে। তাই তিনি বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন। তাঁর দাবি, সাংসদ পার্থ ভৌমিকের পরামর্শ মতোই তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রবীণ বাসিন্দা তাপস রায়ও বিধায়কের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তাপস বাবু বলেন, মনীষীর বাড়িটিকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়ে ওখানে সংগ্রহশালা করলে খুব ভালো হয়। তাপস বাবুর সংযোজন, নৈহাটিতে শ্যামল মিত্র কিংবা সমরেশ বসুর বাড়ির অস্তিত্ব নেই। নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে বাড়িটিকে 'হেরিটেজ' করা হোক। যদিও হেরিটেজের পক্ষে সায় নেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উত্তরসূরীদের। ওই জীর্ণ বাড়ির বাসিন্দা পরিতোষ ভট্টাচার্য বলেন, তাঁরা চারটে পরিবার ওখানে বসবাস করেন। তাঁরা তো হেরিটেজ চাইছেন না। তাঁর দাবি, বাড়িটিকে সংস্কারের জন্য স্থানীয় এক প্রমোটারের সঙ্গে কথা বলেছি মাত্র। এটা জানাজানি হতেই হঠাৎ করে বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি উঠেছে। তাঁর কথায়, পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তো কলকাতার পটলডাঙা স্ট্রিটে থাকতেন। উনি তো নৈহাটিতে থাকতেন না।

বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ আয়োজিত হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়াতে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) এবং বস্ত্র দপ্তর সারা রাজ্য জুড়ে সিনার্জি ও বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ।

জানুয়ারি মাসে রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) এবং বস্ত্র দপ্তর সারা রাজ্য জুড়ে সিনার্জি ও বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ আয়োজন করছে। সিনার্জি একটি সম্পূর্ণ পরিষেবা-উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যবসায়িক ইভেন্ট, যা উদ্যোক্তাদের কাছে গিয়ে তাঁদের ব্যবসা স্থাপন বা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান প্রদান করতে উদ্দীষ্ট। আজকের ইভেন্ট সেই উদ্দেশ্য পূরণেই আয়োজন করা হয়েছিল। বুধবার হাওড়ার শরৎ সদনে এর উদ্বোধনী অধিবেশন

অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার এই সিনার্জি উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। সভাপতিত্ব করেন এমএসএমই ও বস্ত্র এবং সংশোধন প্রশাসন দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব ড. মনোজ পান্ত। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্যবর্গ, হাওড়ার জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।

বুধবারের এই অনুষ্ঠানে মুখ্য সচিব রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও শিল্প পরিস্থিতি এবং এমএসএমই খাতের সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি হাওড়ার শিল্প কার্যক্রমের প্রসার এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধার বিষয়েও বিশদে আলোচনা করেন। বুধবারের অনুষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য প্রদান করা হয়, যেমন ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড স্কিম, বাংলা শ্রী প্রকল্প ইত্যাদি। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। বুধবারের এই ইভেন্টে প্রায় ৬০০ উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ২৫ জন উদ্যোক্তাকে সরকারি প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত ঋণ এবং শংসাপত্র প্রদান করা হয়। চলতি আর্থিক বছরে ৮,৭৭৩টি শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই বছর ৩৭টি এমএসএমই-কে বাংলা শ্রী প্রকল্পের আওতায় ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড স্কিমের আওতায় ১,৮৫৬টি আবেদন অনুমোদিত হয়েছে। একাধিক কমন ফেসিলিটি সেন্টার এবং উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠান থেকে ভবিষ্যৎ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আগামী ২-৩ বছরে হাওড়া জেলায় প্রায় ১৪,৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যাবে। এ বিনিয়োগ প্রায় ৭৫,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলেই জানান হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫, ২ মাঘ, বৃহস্পতিবার

অনিয়মের বাড়ি, দুর্নীতির জালে জড়িয়ে আছেন কেষ্টবিষ্টুরা

অশোক সেনগুপ্ত

‘সবার মূলে দুর্নীতি।’ বাঘাযতীনে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনার নেপথ্যে সেটিকেই দুষলেন অভিজ্ঞরা। তাঁদের মতে এই দুর্নীতির জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন কেষ্টবিষ্টুরা। ৩৫ বছর কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগে কাজ করেছেন গোরাচাঁদ মণ্ডল। ১৯৮৫ থেকে ৯৭ ছিলেন সিটি আর্কিটেক্ট। ২০০৫ থেকে ১০ পর্যন্ত ছিলেন ডিরেক্টর জেনারেল। বুধবার তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘দুর্নীতির জালে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন পুরসভা, পুলিশ, জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন স্তরের রথীরা। এমনকি পরোক্ষভাবে বিচার ব্যবস্থাও।’

আই আই টি বেনারস এবং নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রাক্তনী, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার অলোক সরকারের সুরও একই রকম। তিনি জানান, ‘বাঘা যতীনের বিদ্যাসাগর কলোনিতে যে বাড়িটি ভেঙে পড়েছে, আমার মতে তার জন্য প্রোমোটার, পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা, স্থানীয় কাউন্সিলর এবং পুরসভার আধিকারিক সকলেই দায়ী। নিয়ম অনুযায়ী এই ব্যাপারে মেয়র ও নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।’ স্থপতি, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদ কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মহা-নির্দেশক (নগর পরিকল্পনা) দীপঙ্কর সিংহ বলেন, ‘এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী অসাধু প্রমোটার, মানুষের দৈন্যতার কারণে নিম্ন মানের বাড়ি ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া ও সর্বোপরি কলকাতা পৌরসংস্থা ও সরকারের বেপরোয়া দুর্নীতি সমেত বেআইনি বাড়ির নির্মাণে লাগাতার প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক মদত দেওয়া।’

বাড়ি তৈরির অনিয়ম বা বিপর্যয়ে বিচার ব্যবস্থাকে কেন দোষ দিচ্ছেন? গোরাচাঁদবাবুর জবাব, ‘কারণ, চাপে পড়ে পুরসভা কোনও কঠিন ব্যবস্থা নিতে গেলেও তা আটকে যায় ওই আদালতের স্থগিতাদেশেই।’ উনিশ বছর নিউইয়র্কে ছিলেন অলোক সরকার। ওখানে বহু বিল্ডিং এবং ব্রিজ তৈরির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের অফিসের সঙ্গেও কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য, ‘বড় বা ছোট কোনও বিষয় নয়, জন নিরাপত্তা সবার আগে। কোনও মানুষ মারা গেলে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের জেলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ওখানে আইনি ব্যবস্থা খুব তুখোড়। সব আইন ভঙ্গকারীকে সাজা পেতে হয় তা সে যত বড় মাপের মানুষ হোকনা কেন।’

বড় দুর্ঘটনা ঘটলে তদন্ত হয়। ব্যস ওই পর্যন্তই। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না। কেন? ভারতের নগরপরিকল্পনাবিদ প্রতিষ্ঠান (আইটিপিআই)-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির সদস্য দীপঙ্করবাবুর জবাব, ‘কারণ সর্ষের মধ্যেই ভূত। ওঝা ঝাড়ফুঁক করবে কি করে? যে দেশে সব কিছুতেই প্রশাসনিক উদ্যোগে চূড়ান্ত দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, সেখানে তদন্ত ব্যবস্থা ও তদন্তকারী ব্যক্তি দুর্নীতি মুক্ত হবে কি করে? বরং যাকে অভিযুক্ত বলা হয়, বাস্তবে হয়তো দেখা যাবে সেই নির্দোষ। নেপোয় মারে দৈ।’

এই পরিস্থিতি কি এড়ানো যায়না? অলোকবাবুর প্রতিক্রিয়া, ‘সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে ভূতকে তাড়ানো যায় না। এক্ষেত্রেও একই উপমা প্রযোজ্য। দুর্নীতির সঙ্গে উঁচু থেকে নীচু তলার সবাই জড়িত। সেইজন্য দায়সারা গোছের তদন্ত হয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্তমূলক বিচার বা শাস্তি হয় না।’

এ ব্যাপারে গোরাচাঁদবাবুর জবাব, ‘কে, কীভাবে বাছবেন কে দোষী? ঠগ বাছতে গা উজার হয়ে যাবে। বেআইনি ধরো আর ভাঙো, এটা করতে থাকলে দেখুন কী অবস্থা হয়!’ ভারতের অন্য বড় শহরগুলোতেও কি একই চিত্র? অলোকবাবুর জবাব, ‘ভারতের অনেক শহরেই অল্প বিস্তর এই ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে, ইদানিং কলকাতা সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। এখন কলকাতা ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ শহরগুলোর মধ্যে একটি।’

উন্নত দেশের নির্মাণকাজের সতর্কতার সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা কোথায়? অলোকবাবু জানান, ‘নিউইয়র্কে এইরকম ঘটনা কল্পনাও করা যায় না। ওখানে নির্মাণবিধি অনুযায়ী বাড়ির নকশা তৈরি করা হয়। সেই নকশা চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে কমিশনার পর্যন্ত সই করেন। অবশ্য ছোট প্রজেক্টের ক্ষেত্রে বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সই করলেই হয়।’ অন্যদিকে, এ ব্যাপারে দীপঙ্কর সিংহ বলেন, ‘সামান্য সভ্য দেশেও এই দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত হয়না। আমার বাড়ির পাশে আমার জানালার গা ঘেঁষে একটি বাড়ির নির্মাণ চলছে। দিনের পর দিন অভিযোগ, মামলা করেও সুবিচার পাইনি। পুরসভা যদি সক্রিয়ভাবে এই ভূমিকা নেয়, তবে প্রমোটার তো করবেই।’

প্রসূতি মৃত্যুতে সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে লাগাম রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে সরকারি চিকিৎসক এবং শিক্ষক চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে লাগাম টানতে রাজ্য সরকার ফের উদ্যোগী হয়েছে। এদের মধ্যে যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে চান তাদের ৩১ শে জানুয়ারির মধ্যে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের আবেদন জানাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। পদ্ধতি মেনে তাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা অথবা স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার কাছে আবেদন জানাতে হবে।

যদিও মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনায় জুনিয়ার ডাক্তারদের বলির পাঁঠা করা হচ্ছে বলে ওই হাসপাতালের রেসিডেন্ট ডাক্তারদের সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। অগণিত শূন্য পদ, দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরাতেই জুনিয়ার ডাক্তারদের ওপর দোষারোপের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ। এদিকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নিষিদ্ধ স্যালাইন দেওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়া তিন প্রসূতির অবস্থা বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল উদ্বেগজনক। র এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই প্রসূতিদের কেউই আপাতত স্থিতিশীল নয়। তবে মেডিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ মেনে তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সুপার মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিকেলে সাংবাদিকদের জানান। তিনি জানান, ওই প্রসূতিদের মধ্যে ২ জন সিসিইউ এবং একজন আইটিইউতে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মিনারা বিবি এবং মাম্পি সিং সিসিইউতে ছিলেন। আর নাসরিন খাতুন আইটিইউতে। তবে এখন মাম্পি সিংকে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। আর নাসরিন খাতুনকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করার ট্রায়াল চলছে। যদিও এখনও ওঁর ভেন্টিলেশন চলছে। অন্যদিকে, মিনারা বিবির অক্সিজেন সাপোর্ট লাগছে। তিন জনেরই ডায়ালিসিস দরকার হচ্ছে।

ক্যাশ ভ্যানকে রাস্তার পাশে দাঁড় না করানোর নির্দেশ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে ফুটপাথ বা রাস্তার পাশে আর ক্যাশ ভ্যানকে দাঁড় করানো যাবে না, এমনটাই নির্দেশ কলকাতা পুলিশের। পার্কিং প্লেস থাকলে ক্যাশ ভ্যানকে দাঁড় করাতে হবে আবসন বা শপিং মল চত্বরেই। কারণ, গত সোমবার পার্ক সার্কাসের কাছ থেকে ১২ লক্ষ টাকা লুঠের ঘটনায় উঠেছে নানা প্রশ্ন।

কেন শপিং মল চত্বরে ক্যাশ ভ্যান না রেখে বাইরে রাস্তার পাশে রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। এই ব্যাপারে শপিং মলের কর্মী, মলের যে দোকানের টাকা লুঠ হয়েছে, তার কর্তা ও কর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষী সংস্থার কর্মীদেরও পুলিশ জেরা করে। পুলিশের ধারণা, এই ঘটনার পিছনে রয়েছে কোনও ‘টিপার’। ওই ব্যক্তি লুঠেরাদের খবর দিয়েছে, এমন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, এবার থেকে যে নিরাপত্তারক্ষী সংস্থাগুলো ব্যাঙ্ক, শপিং মল, বিদ্যুৎ সংস্থা বা অন্য সংস্থা থেকে বেশি পরিমাণ টাকা ক্যাশ ভ্যান করে নিয়ে যায়, সেই সংস্থাগুলোকে বলা হচ্ছে, ক্যাশ ভ্যানগুলো যতটা সম্ভব যেন রাস্তার উপর পার্ক না করা হয়। যেখানে কোনও চত্বরের ভিতর ভ্যান রাখার সুযোগ রয়েছে, ক্যাশ ভ্যানগুলো যেন অবশ্যই চত্বরে রাখা হয়। যাঁরা নগদ টাকা ভর্তি ট্রাঙ্ক, বাক্স বা ব্যাগ নিয়ে ভ্যানে রাখবেন, তাঁদের ফুটপাথে গাড়ি না রাখারই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ ফুটপাথে গাড়ি যদি রাখতে বাধ্য হন, তবে তিনি যেন উলটোদিকের ফুটপাথে না রাখেন। তাতে ঝুঁকি বাড়ে বলে জানানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

বলে রাখা ভালো, সোমবার পার্ক সার্কাসে সিএসটিসি ও একটি শপিং মলের নামী ব্র্যান্ডের দোকান থেকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ওই কালেকশন টিম। এরপর একটি ব্যাগ করে টাকা নিয়ে শপিং মল থেকে ফুটপাথে নামেন কালেকশন টিমের কর্মী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গানম্যান বা অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী। হঠাৎই পার্ক সার্কাসের দিক থেকে প্রচণ্ড গতিতে আসে ওই বাইকটি। বাইকে ছিল দুই দুষ্কৃতী। রাস্তায় দাঁড়ানো ক্যাশ ভ্যানে টাকার ব্যাগে রাখার আগেই তা ছিনিয়ে লুঠ করে বাইকের পিছনে বসা আরোহী। অস্ত্রধারী ওই নিরাপত্তারক্ষী কিছু বোঝার আগেই ওই বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা টাকার ব্যাগ নিয়ে পালায়। কড়েয়া থানা ও লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশের চারটি টিম তদন্ত করে বাইকটি শণাক্ত করার চেষ্টা করে। পার্ক সার্কাসের ঘটনার ক্ষেত্রে অস্ত্রধারী রক্ষী বা গানম্যানের ভূমিকা কী ছিল, তা নিয়েও তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রোগী হয়রানির ছবি এসএসকেএম হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের রোগী হয়রানির ছবি এসএসকেএম হাসপাতালে। দীর্ঘক্ষণ রোগীকে ট্রলিতে ফেলে রাখার অভিযোগ। সূত্রে খবর, পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন ফুড ডেলিভারি সংস্থায় কর্মরত এক যুবক। রাতে লরির ধাক্কায় ঘটে এই ঘটনা। এতে গুরুতর আহতও হন তিনি। এরপর রাতে তাঁকে দুটি হাসপাতাল ঘুরে আরজি করে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা যুবকের অবস্থা দেকে তাঁর পা কেটে বাদ দেওয়ার কথা বলেন চিকিৎসকরা। এরপর তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবার। তবে খরচের অঙ্ক সামাল দিতে পারবেন না বুঝতে পেরে শেষে যুবককে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এসএসকেএমে আনা হলেও প্রাথমিক চিকিৎসার পর দীর্ঘক্ষণ তাঁকে ট্রলিতেই ফেলে রাখা হয়। এদিকে সূত্রে খবর মিলেছে পথদুর্ঘটনায় আহত এই যুবকের নাম অবিনাশ মাঝি। শ্যামনগরের বাসিন্দা। বছর আটত্রিশ বয়স। তিনি একটি ফুড ডেলিভারি সংস্থায় কর্মরত। মঙ্গলবার রাত ১০টা ৩০ নাগাদ বাইকে খাবার ডেলিভারি করতে যাওয়ার সময় লরির সঙ্গে ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। এরপর প্রথমে ব্যারাকপুরের বিএন বোস হাসপতাল নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের দাবি, অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কথা বলা হয়। এরপর দুটি বেসরকারি হাসপাতাল ঘুরে রাতে পৌঁছয় আরজি কর হাসপতালে। চিকিৎসকরা বাঁ-পা কেটে বাদ দিতে হবে বলে জানায়। একথা শোনার পর পরিবারের তরফে বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহত অবিনাশকে। সেখানে চিকিৎসার খরচ অনেকটাই ব্যয়বহুল হবে বলেই জাননো হয়। চিকিৎসার খরচ সাধ্যের বাইরে হওয়ায় পরিবার অবিনাশকে নিয়ে ভোর চারটে নাগাদ পৌঁছয় এসএসকেএম হাসপাতালে।

খেলার মাঠ বাঁচাতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পানিহাটির ফুসফুস অমরাবতী আশ্রম মাঠ রক্ষার্থে পানিহাটি অধিবাসীবৃন্দের ব্যানারে আন্দোলনে নামলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ উঠেছে, জমি হাঙরেরা খেলার মাঠটিকে দখল করে সেখানে বহুতল নির্মাণের চেষ্টা করছে। জমি হাঙরদের হাত থেকে মাঠ বাঁচাতে দলীয় ঝান্ডা ছাড়াই বিজেপির নেতা-কর্মীরা স্থানীয় মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে ব্যস্ততম সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রোড কিছুক্ষণ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি তাঁরা পথ চলতি মানুষজনের কাছ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এমনকি মাঠ বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে খোলা চিঠি পাঠানো হয়। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা শীলভদ্র দত্ত, যুব নেতা জয় সাহা। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপি

নেতা শীলভদ্র দত্ত বলেন, ‘বামজমানায় অমরাবতী আশ্রম মাঠ একবার বিক্রির চেষ্টা করা হয়েছিল। এবার তৃণমূল জমানায় নতুন করে ওই মাঠ বিক্রির চেষ্টা চলছে।’ অপরদিকে বিজেপির যুব নেতা জয় সাহা বলেন, ‘পানিহাটির ফুসফুস অমরাবতী আশ্রম মাঠ। ওই মাঠের সঙ্গে পানিহাটির আবেগ জড়িয়ে আছে। তবুও ‘সোসাইটি ফর প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ইন ইন্ডিয়া’ নামক সংস্থা খেলার মাঠটিকে বিক্রি করতে চাইছে।’ পানিহাটি পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, ‘ওটা একটা ট্রাস্টি বোর্ডের মাঠ ছিল। প্রস্তাব দিয়েছে ওখানে হাসপাতাল ও স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পাশাপাশি মাল্টি কমপ্লেক্স করবে। তাছাড়া মাঠের সামনের দোকানদার বিকল্প জায়গায় ব্যবস্থাও করে দেবে। কিন্তু এত সহজে মাঠ বিক্রি করা সম্ভব নয়। দলও চাইছে না মাঠ বিক্রি হোক।’

সাগরের বিচিত্র রূপ...

চোখের পলকে ভিক্ষের টাকাও হাওয়া হয়!

সিদ্ধার্থ সিংহ

‘এক কাপ চায়ের দাম ১০ টাকা। আমি চাইছি এক টাকা। তাও দেবেন না?’ আমি কাউকে এরকম ভাবে কোনওদিন বলতে শুনিনি। তাই হুট করে তাঁর দিকে চোখ চলে গেল। দেখলাম অর্ধেক পা নেই, এমন একটি লোক ক্র্যাচে ভর দিয়ে এই কথা বলছেন এবং কপিলমুনির আশ্রমমুখী জনস্রোতের কেউ কেউ তার মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে এক টাকা দু’টাকা তাঁর থালায় ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

লোকটার নাম বিমল আদিত্য। সাগরের সামনের তিন নম্বর রাস্তার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি যেখানে ভিক্ষে করছেন তার পিছনেই তাঁর বাড়ি। বাড়ি মানে একটা চালাঘর। ভিক্ষে করে রোজগারের জন্য তিনি এখানে থাকেন। তাঁর আসল বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বিশরপাড়ায়। তরুণ সংঘের মাঠের কাছে গিয়ে তাঁর নাম বললেই অন্ধ লোকও দেখিয়ে দেবে।

আগে তিনি ডেকরেটরের কাজ করতেন। উঁচু উঁচু বাঁশের উপরে উঠে প্যান্ডেল বাঁধতেন। এখন আর পারেন না। একদিন পুজোর সময় মণ্ডপ বেঁধে বাড়ি ফেরার সময় এক ট্রেন দুর্ঘটনায় তাঁর এই পা-টা কাটা পড়ে। তখন তাঁর দুই ছেলে এক মেয়ের কারওরই বিয়ে হয়নি। তারা বলেছিল আমরা আছি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বড় ছেলে বিয়ে করে দমদমে শ্বশুরবাড়িতে থাকা শুরু করল। ছোট ছেলে এখনও আমার কাছে আছে। যখন যেটা পায় এটা সেটা করে। কোনও বাঁধাধরা রোজগার নেই। কোনওরকমে এদিক-ওদিক থেকে ম্যানেজ করে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে। সবাই ভাল আছে। কিন্তু তিনি ভাল নেই। যেহেতু প্যান্ডেল বাঁধার কাজ করতেন, ওই কাজ ছাড়া আর অন্য কোনও কাজ জানতেন না, তাই তিনি একেবারে বসে পড়েন। তিনি বসে যেতে পারেন, কিন্তু পেট তো আর বসে থাকে না। সে খাবার চায়। বউ, ছেলে, মেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাই প্রথম দিকে বন্ধুবান্ধবের কাছে ধারদেনা করতে থাকেন। পরে আত্মীয়স্বজনদের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাততে থাকেন। কিন্তু যতই আপনজন হোক না কেন, একটা খোঁড়া মানুষকে কে আর কত দিন টানবে পালা করে হলেও! কারও পক্ষেই নিয়মিত সাহায্য করা সম্ভব নয়। তাই আর শুধু পরিচিতদের কাছে নয়, সবার কাছেই, বিশেষ করে তাঁকে যাঁরা চেনেন না জানেন না তাঁদের কাছেও হাত পাততে শুরু করলেন তিনি। অর্থাৎ ভিক্ষের পথটাকেই বেছে নেন।

এখানকার ঘাটেই বসেন। ঘাটে বসে প্রতিদিন তিনি যে টাকা পান তাতে কষ্টেশিষ্টে কোনও রকমে সংসারটা চলে গেলেও, সে রোজেগারে শান্তি আছে। তার থেকে এই মেলার মরশুমে একটু বেশি রোজগার হলেও, কোনও কোনও দিন পাঁচ-সাতশো টাকা পেলেও কিন্তু শান্তি নেই।

আসলে এ সময় যে সব তীর্থযাত্রী আসেন তার মধ্যে বেশ কিছু চোর-বাটপারও আছে। এর বোঁচকা ধরে টান মারে। তার পকেট থেকে পয়সার ব্যাগ তুলে নেয়। পাড়ে কিছু রেখে জলে ডুব দিতে গেলেই সেটা চোখের নিমেষে হাওয়া করে দেয়।

‘সত্যি কথা বলতে কী, গঙ্গাসাগর মেলায় এই পনেরো দিনে ভিক্ষে করে আমি যা পাই, হিসেব মতো তার থেকে অনেক বেশি পাই বছরের বাকি সাড়ে এগারো মাস। এই তো গত কালই এখানকার বিধায়ক মায় মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা আমাকে দেখেই একশো টাকা দিয়ে গেলেন। গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল দিয়ে গেলেন পঞ্চাশ টাকা। এখানকার লোকেরা আমাকে ভালবাসেন তাই এমনিই সবাই আমার পাশে এসে দাঁড়ান। এরা মেলার মধ্যে দিলেও এই রোজগারটা কিন্তু আমি মেলার রোজগার হিসেবে ধরব না। ধরব স্থানীয় লোকের দান হিসেবে।’

মেলা উপলক্ষে যাত্রীদের ভিক্ষে কিঞ্চিত বেশি হলেও এই সময় এত ঝামেলার মধ্যে থাকি যে কী বলব, পুলিশরা একবার এসে বলবে এখানে দাঁড়াবেন না। ওখানে গিয়ে দাঁড়ান। তার দেখানো জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেও খানিক বাদে অন্য পুলিশ এসে বলবে এখানে নয়, এখানে নয়, এখানে নয়... স্বেচ্ছাসেবকরা এসে বলবে যাতায়াতের রাস্তার ওপর দাঁড়াচ্ছ কেন? দেখতে তো পাচ্ছেন পর পর গায়ে গায়ে দোকান। এতটুকু ফাঁকা নেই। কোনও দোকানের ধার ঘেঁষেও যদি দাঁড়াই দোকানদাররা বলবে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ো না। মেলার এই পনেরো দিন কোথাও যে দু’দণ্ড দাঁড়িয়ে একটু ভিক্ষে করব তার উপায় নেই। আমি তো এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি, একটু পরেই হয়তো এসে দেখবেন আমি এখানে নেই। এভাবেই খেদানি খেতে খেতে টুক করে কবে যে পরপারে চলে যাব, সেদিনটার জন্যই অপেক্ষা করে বসে আছি।

কলকাতা পুলিশের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, লালবাজার পুলিশ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বরোদা পুলিশ বেতন অ্যাকাউন্ট প্যাকেজের জন্য কলকাতা পুলিশের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করে। কলকাতা অঞ্চলের মহা প্রবন্ধক এবং অঞ্চল প্রমুখ, সঞ্জয় কুমার তিওয়ারি এবং কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধিত্বকারী জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ, আইপিএস অজয় প্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই মউ স্মারক স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন, অশেষ বিশ্বাস, আইপিএস-অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এসভিআইভি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থ নিয়ন্ত্রক (কলকাতা পুলিশ), মেদনীকান্ত ঝাঁ, সহকারী মহাপ্রবন্ধক (সরকারি ব্যবসা), ব্রিগেডিয়ার অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত) প্রতিরক্ষা ব্যাঙ্কিং উপদেষ্টা, কলকাতা অঞ্চল এবং ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্মকর্তারা। এই অংশীদারিত্বের ফলে ব্যাঙ্কটি ৫০ হাজার এরও বেশি কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কলকাতা পুলিশ কর্মীদের সেবা প্রদান করতে পারবে।

তারা কলকাতায় ব্যাঙ্কের বিশাল শাখা নেটওয়ার্কের সুবিধাও পাবে, যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সেরা ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাবে।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের রাত দখলের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডের প্রতিবাদে ফের হতে চলেছে রাত দখল কর্মসূচি। বুধবার ‘রাত দখল ঐক্যমঞ্চে’র মিছিলের অনুমোদন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে সূত্রে খবর, পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ওই মঞ্চ। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ছিল শুনানি। এই শুনানির পরই মেলে অনুমতি। মিছিল হবে ওয়েলিংটন থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত। এরপর কলেজ স্কোয়ারেই ‘রাত দখল’ কর্মসূচি পালন করবে ঐক্যমঞ্চের সদস্যরা। সেখান থেকে পাঁচ জন সদস্য সচিবালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেবেন। আবেদনকারীদের আইনজীবী শামিম আহমেদ এদিন আদালতে জানান, আরজি করের ঘটনার পর প্রতিবাদের নানা রকমের পথ বেছে নিয়েছেন সাধারণ মানুষ। আগামী ১৬ জানুয়ারি একটি মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল জয়েন্ট সিপি হেড কোয়ার্টারের কাছে। পুলিশ অনুমতি দেয়নি বলে জানান আইনজীবী। এদিকে আরজি কর কাণ্ডের পর এতদিন কেটে গেলেও বিচার পাওয়া যায়নি, সেই কারণেই পথে নামছেন মেয়েরা। তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ‘রাত দখল ঐক্যমঞ্চ’।

রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী জানান, ওয়েলিংটন মোড় থেকে রানি রাসমণি পর্যন্ত একটি মিছিল করতে পুলিশের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এরপর তাদের সারারাতের একটা কর্মসূচি রয়েছে। সেখান থেকে তাঁদের নবান্ন যাওয়ার কথা। নবান্ন অভিযানের কথা থাকলেও, হাওড়া পুলিশকে কেন মামলায় যুক্ত করা হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলেছে রাজ্য। কতজন সদস্য নবান্নে যাবেন, কতজন সদস্য অবস্থানে বসবেন, সেই বিষয়েও কিছু জানানো হয়নি বলে দাবি রাজ্যের।

এদিকে আবার নবান্ন অভিযান বন্ধ করার জন্য একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে, যা এই মুহূর্তে বিচারাধীন। সে কথাও এদিন উল্লেখ করেছে রাজ্য। এছাড়াও রাজ্য জানিয়েছে, রানি রাসমণিতে কোনও কর্মসূচি করতে গেলে সেনার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন, সেটা করা হয়নি। পুলিশের কাছে অনলাইনে আবেদন করেই কেন দায়িত্ব শেষ তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলে রাজ্য।

সম্পাদকীয়

আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে উত্তেজনা খুঁজতে যাওয়া বৃথা

আর জি করের ঘটনার সূত্রে শীতঘুমে চলে যাওয়া সমাজটা আবারও জেগে উঠেছিল। মানুষের স্বভাবজাত প্রতিবাদী সত্তাটুকু চিকিৎসক-পড়ুয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কিঞ্চিৎ জাগ্রত হয়েছিল। স্বার্থসুখে মত্ত এই সমাজে ক্ষমতার মুখের উপর কথা বলা মানুষের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। কোনও একটি ঘটনায় হঠাৎই জেগে উঠে আন্দোলন কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া আর ক্রমাগত চোখে চোখ রেখে আন্দোলন নির্মাণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বর্তমান। প্রবন্ধকার প্রশ্ন তুলেছেন, সাফল্য মানে কী? ক্ষমতার মুখের উপর কথা বলা, তাকে আলোচনায় বসতে বা পথে নেমে আসতে বাধ্য করা? আর জি করের আন্দোলন শুরু হয়েছিল নারী-নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের নারীবাদী জয়গানে। সেই আন্দোলনের মুখ পরিবর্তিত হয়ে মূলত স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং চিকিৎসক সমাজের নিজস্ব দাবিদাওয়া পেশ করায় পরিণত হয়। তাৎক্ষণিক সংঘর্ষের বাতাবরণে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যপূরণে ব্রতী আন্দোলনকারীদের একাংশের লক্ষ্য হয়ে ওঠে আন্দোলনের আসরে শাসকের মতামতকে কব্জা করা। ক্ষমতাবানেরা যদি দেখেন যে নমনীয়তার ভঙ্গিটুকুই তাঁদের মুশকিল আসানের কৌশল হিসেবে কাজ দিচ্ছে, তবে গরুড়ের মতো পাখার একখানা পালক ফেলে দিতে তাঁদের কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। তাই আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে উত্তেজনা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ক্রিকেটমাঠে এক জন খেলোয়াড় যেমন দীর্ঘ সময় বাইশ গজে পড়ে থাকতে ছক্কা মারার বলগুলিতেও অনেক সময় লোভ সংবরণ করে থাকেন, তেমনই দীর্ঘ সময়ের আন্দোলনের নির্মাণ পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো তাৎক্ষণিক জ্বালাময়ী ভাষণে গড়ে উঠতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের জমি প্রস্তুত করতে উত্তেজনার আবহে লোভ সংবরণ করাই যে আগামী দিনের সবুজের অভিযানকে যথার্থ ভাবে চালিত করতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শব্দবাণ-১৬৩

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অপক্ক, কাঁচা ৪. চুম্বক ৫. সূর্য, রবি ৭. ভাগ্য ৯. পদ্ধতি, নিয়ম ১১. সরগরম।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অনুপস্থিত, গরহাজির ২. সম্বলহীন ৩. ঋণের দলিল ৬. হিমালয় ৮. শিথিলভাবে দোদুল্যমান ১০. অশনি।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬২

পাশাপাশি: ১. খাদ্যগ্রহণ ৩. চিকন ৫. তবক ৭. নতুন ৮. ফজর ১০. পরার্থপর।

উপর-নীচ: ১. খানেক ২. হরতরফ ৩. চিন্তন ৪. নয়নতারা ৬. কসুর ৯. জহর।

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়পাল রেড্ডি

১৯২৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কামিনী কৌশলের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জয়পাল রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কবীর বেদির জন্মদিন।*

সামরিক প্রযুক্তিতে চিনের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বরিত পাকও

শুভাশিস বিশ্বাস

সামরিক ক্ষেত্রে আবারও চমক দেখাল চিন। গত সপ্তাহে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে চিন তিনটি নজরকাড়া সামরিক মহড়া চালিয়েছে। প্রথমে চিনের আকাশে দেখা মিলেছে দুটি ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান। পরদিন চিন জলে নামিয়েছে একটি বিশাল টাইপ ০৭৬ অ্যাম্ফিবিয়াস অ্যাসল্ট শিপ, যা কার্যত একটি হালকা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। একই সময়ে পরীক্ষামূলক উড়ান চালানো হয়েছে তাদের নতুন কেজে-৩০০০ আর্লি ওয়ার্নিং এয়ারক্রাফ্টের, যা চিনা প্রযুক্তিতে তৈরি উন্নত জেট ইঞ্জিন ডব্লিউএস-২০ দিয়ে চালিত। এই ঘটনায় 'পাওয়ার প্লে' -তে বিশ্বকে যে এক বড় চমক দেখিয়েছে চিন তাতে সন্দেহ নেই। শুধু চিনই নয়, প্রতিবেশি পাকিস্তানও বেইজিংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার হাইপারসনিক মিসাইল তৈরির মতো পদক্ষেপও নিয়েছে পাকিস্তান। সবমিলিয়ে চিন-পাকিস্তানের এমন কারিশমায় টনক নড়েছে ভারতেরও।

এখানেই শেষ নয়, সূত্রে এ খবরও মিলছে, পঞ্চম প্রজন্মের অত্যাধুনিক ৪০টি স্টিলথ যুদ্ধবিমান কিনতে চিনের সঙ্গে চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তান হবে চীনের জে-৩৫এ স্টিলথ যুদ্ধবিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যবহারকারী। এ তত্য মিলেছে গত ২৪ ডিসেম্বর হংকংভিত্তিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক প্রতিবেদনে।

প্রতিবেশী দেশের এমন উত্থান থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিং। চীন যখন সামরিক বিশেষ করে আকাশপথে এতটা উন্নতি করেছে, ভারত তখনও নিজেদের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান তেজাস নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। নয়াদিল্লিতে এক সেমিনারে চীন ও পাকিস্তানের এমন অগ্রগতি উদ্বেগও প্রকাশ করেন ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধান।

ভারতও নিজস্ব প্রযুক্তিতে তেজাস যুদ্ধবিমান তৈরি করছে। কিন্তু এপি সিং বলেন, ২০১০ সালে ৪০টি তেজাস বিমান অর্ডার করে এখনও তার ডেলিভারি পায়নি ভারতের বিমানবাহিনী। অবশ্য তেজাস মার্ক ওয়ান যুদ্ধবিমানের তৈরির কাজ পিছিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে 'জিই-এফও-৪০৪ টার্বোফ্যান জেট ইঞ্জিন' পেতে দেরি হওয়া। সঙ্গে এও জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারতের বিমানবাহিনীতে ৩০টি ফাইটার স্কোয়াড্রন রয়েছে। অথচ চীন ও পাকিস্তানের হুমকি মোকাবিলায় দেশটির দরকার ৪২.৫ স্কোয়াড্রন। কিন্তু বিদেশি যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরতার কারণে তেজাস মার্ক-ওয়ান-এ ও তেজাস মার্ক-টু প্রজেক্ট নিয়ে উল্টো বিপাকে পড়েছে ভারত।

এই প্রসঙ্গে সামরিক বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই তিনটি পদক্ষেপ চিনের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। শুধু তাই নয়, ভারতের জন্য এই সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বার্তাও বয়ে আনছে।

এদিকে চিনের আকাশে সদ্য দেখতে পাওয়া দুটি যুদ্ধবিমান নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এগুলি ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান। ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান বলতে বোঝানো হয় এমন এয়ারক্রাফট, যা সমস্ত যুদ্ধবিমানের তুলনায় প্রযুক্তিগতভাবে অনেক উন্নত। এর সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে, স্টেলথ প্রযুক্তি। যা অত্যন্ত উন্নত স্টেলথ সিস্টেম, যা রাডারে ধরার যা যা রাডারে ধরা পড়াপড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই হয়। সঙ্গে রয়েছে হাইপারসনিক গতি। এর ফলে সাধারণ ফাইটার জেটের তুলনায় এগুলো অনেক দ্রুত গতিতে উড়তে সক্ষম। সঙ্গে রয়েছে এ আই পরিচালিত সিস্টেম। যা বিমান পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের সাহায্যে আরও দক্ষতা অর্জন করেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে, নেটওয়ার্কড যুদ্ধ। যা বিমানটি অন্য ড্রোন, স্যাটেলাইট এবং স্থল-সেনার সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করতে পারে। এর ওপর যোগ হয়েছে নতুন প্রজন্মের অস্ত্র অর্থাৎ লেজার বা মাইক্রোওয়েভ-ভিত্তিক অস্ত্র পরিচালনার সক্ষমতা।

আর এখানেই সামরিক বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই দুটি যদিন চিনের এ বিমান সত্যিই ষষ্ঠ প্রজন্মের হয়, তবে তা শুধু ভারতের নয়, আমেরিকার মতো দেশগুলির জন্যও মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

এদিকে টাইপ ০৭৬ অ্যাম্ফিবিয়াস অ্যাসল্ট শিপ শক্তি বাড়ছে চিনা নৌবাহিনীর। এই অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ শুধু সৈন্য পরিবহন নয়, কার্যত একটি হালকা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হিসেবেও কাজ করতে পারে। এতে রয়েছে, হেলিকপ্টার ও উল্লম্ব ভাবে উড্ডয়ন ও অবতরণকারী বিমান পরিচালনার ক্ষমতা। সঙ্গে রয়েছে ড্রোন অপারেশনের ক্ষেত্রেও নয়া প্রযুক্তি। যার জেরে আধুনিক ড্রোনের সাহায্যে সমুদ্র থেকে সুনির্দিষ্ট আক্রমণের ক্ষমতা রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ক্যাটোবার সিস্টেম। যা ভারী যুদ্ধবিমান উৎক্ষেপণ করা হয় ক্যাটাপল্টের সাহায্য। এই সম্ভার থাকার জেরে চিনের সামুদ্রিক কৌশলগত অবস্থানের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধাজনক জায়গায়। দক্ষিণ চিন সাগর, তাইওয়ান প্রণালী এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে এই জাহাজ নতুন চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

২০২৪-এর দীপাবলির আগে সুখোই যুদ্ধবিমানের আধুনিকীকরণে ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে কেন্দ্র।সেই কাজ সবে শুরু হয়েছে। ব্রহ্মস বহন করতে সক্ষম আপগ্রেডেড সুখোই হাতে আসতে আসতেও সেই ২০২৭ বা ২০২৮ সাল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক কর্তার বক্তব্য, বিদেশি কোম্পানি এখানেই বিমান তৈরি করবে এবং তাতে ভারতীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক, এটাই কেন্দ্রের নীতি। এই পথে না চললে আমরা কোনওদিন প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর হতে পারব না। অর্থাত্ তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এই শর্তের জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিমান হাতে পাচ্ছে না বায়ুসেনা। এতদিন হয়ত এই নীতি নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ ছিল না। কিন্তু চিন, পাকিস্তান যে পথে হাঁটছে, তাতে ভারতকে নতুন করে ভাবতে হবে। 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া' যেমন চলছে চলুক, কিন্তু এই মুহূর্তে সেসব পাশে সরিয়ে সরাসরি অত্যাধুনিক সামরিক ব্যবস্থা কিনতে হবে।

চিনের হাতে রয়েছে কেজে-৩০০০ আর্লি ওয়ার্নিং এয়ারক্রাফট। চিনের এই নতুন বিমান মূলত শত্রু পক্ষের গতিবিধি নজরদারি এবং কমান্ড সেন্টার হিসেবে কাজ করার জন্য তৈরি। নতুন ইঞ্জিন ডব্লিউএস-২০ দিয়ে এটি দীর্ঘক্ষণ আকাশে থাকতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি চিনের সামরিক গোয়েন্দাগিরি এবং বড় পরিসরের সামরিক অভিযানে অত্যন্ত কার্যকর হবে।

আর এখানেই সামরিক বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, চিনের এই সাফল্যের পর ভারতের প্রতিরক্ষায় বেশ কিছু দিক থেকে নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। কারণ, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ফাইটার জেট প্রোডাকশন লাইন তৈরি করছে শি জিনপিংয়ের দেশ। এতটাই দ্রুত যে আমেরিকা আগামী ৫ বছরেও এর ধারেকাছে পৌঁছতে পারবে না। আর এই মুহূর্তে ভারতের হাতে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। চিন সিক্সথ জেনারেশন যুদ্ধবিমান নামিয়ে দিল। অথচ ভারতের হাতে ফিফথ জেনারেশন যুদ্ধবিমান-ই নেই। রাফাল অত্যন্ত কার্যকর হলেও এটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জেনারেশন যুদ্ধবিমান। ভারতীয় বায়ুসেনায় ৪২ স্কোয়াডেন যুদ্ধবিমান প্রয়োজন। এখন আছে ৩১ স্কোয়াডেন যুদ্ধবিমান। আগামী দু-তিন বছরে আরও তিন ডজন মিগ অবসর নেবে। তখন যুদ্ধবিমানের অভাব আরও, আরও প্রকট হবে। চাহিদা আর সরবরাহের মধ্যে ঘাটতি কিছুটা হলেও মেটাতে পারত তেজস। ২০২১ সালে ৮৩টি তেজস মার্ক ওয়ান এ বিমানের বরাত দেয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক। এর আগে আরও ৯৭টি যুদ্ধবিমানের বরাত দেওয়া হয়েছিল। ২০২৩-এর শেষে প্রথম যুদ্ধবিমান হাতে আসার কথা ছিল। কিন্তু এক বছর পরও পরেও একটিও বিমান হাতে পায়নি সেনা।

ফলে সেখানে ষষ্ঠ প্রজন্মের ফাইটার জেট থাকলে চিনের আকাশপথে আধিপত্য আরও বাড়বে। ভারতীয় বায়ুসেনার রাফাল বা সু-৩০ এমকেআই-এর মতো চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলির পক্ষে এই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কঠিন হতে পারে। এর পাশাপাশি রয়েছে সমুদ্রপথে সংঘাতের ঝুঁকি। টাইপ ০৭৬ জাহাজ ভারত মহাসাগরে চিনা নৌবাহিনীর উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করবে সন্দেহ নেই। ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য এটি একটি বড় কৌশলগত চাপতো বটেই। একইসঙ্গে গোয়েন্দাগিরি ও সাইবার যুদ্ধেও অনেকটাই এগিয়ে থাকবে চিন। কারণ, সেখানে কেজে-৩০০০ এবং এআই-চালিত ফাইটার জেটের মাধ্যমে চিন সাইবার যুদ্ধ এবং গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে যে কোনও দেশকে অনেকটাই পিছনে ফেলার ক্ষমতা রাখে।

এখানেই সামরিক বিশেষজ্ঞদের ভারতের জন্য পরামর্শ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান তৈরিতে এই মুহূর্তে জোর দেওয়া উচিত ভারতের। একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করা। পাশাপাশি বাড়াতে হবে সমুদ্রপথে নজরদারিও। আর তারই সঙ্গে ভারত মহাসাগরে আধিপত্য ধরে রাখা। আরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে ড্রোন ও এআই-চালিত অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে।

চিনের এই সাফল্যের ফলে ভারত-চিন প্রতিরক্ষা প্রতিযোগিতা নতুন মাত্রা পেতে চলেছে বলেই মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞ ও কূটনীতিবিদরা। হচ্ছে। কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় সামরিক ভারসাম্য বজায় রাখা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাশাপাশি সামরিক বিশেষজ্ঞরা এও জানিয়েছেন, জে-৩৫এ যুদ্ধবিমান হাতে পেলে চিনের পাশাপাশি পাকিস্তানও আকাশ প্রতিরক্ষায় ভারতের থেকে এগিয়ে যেতে পারে। পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এই বিমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাকিস্তানের জন্য এই চুক্তি শুধু প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধির নয়, বরং কৌশলগত সম্পর্ক উন্নয়নের একটি বড় পদক্ষেপ। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে এই যুদ্ধবিমান বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই পদক্ষেপ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষার ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। পাকিস্তান যদি দক্ষতার সঙ্গে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, তবে এটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিরক্ষার গতিপথ-ই বদলে দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৪-এর দীপাবলির আগে সুখোই যুদ্ধবিমানের আধুনিকীকরণে ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে কেন্দ্র।সেই কাজ সবে শুরু হয়েছে। ব্রহ্মস বহন করতে সক্ষম আপগ্রেডেড সুখোই হাতে আসতে আসতেও সেই ২০২৭ বা ২০২৮ সাল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক কর্তার বক্তব্য, বিদেশি কোম্পানি এখানেই বিমান তৈরি করবে এবং তাতে ভারতীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক, এটাই কেন্দ্রের নীতি। এই পথে না চললে আমরা কোনওদিন প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর হতে পারব না। অর্থাত্ তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এই শর্তের জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিমান হাতে পাচ্ছে না বায়ুসেনা।

এতদিন হয়ত এই নীতি নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ ছিল না। কিন্তু চিন, পাকিস্তান যে পথে হাঁটছে, তাতে ভারতকে নতুন করে ভাবতে হবে। 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া' যেমন চলছে চলুক, কিন্তু এই মুহূর্তে সেসব পাশে সরিয়ে সরাসরি অত্যাধুনিক সামরিক ব্যবস্থা কিনতে হবে। বায়ুসেনা কর্তারাই কেন্দ্রকে সেই সুপারিশ করছেন। তাঁরা বলছেন, ভারত যে কোনও মুহূর্তে আকাশপথে যুদ্ধের জন্য তৈরি। কিন্তু শত্রুর উপর নজর রেখে আমাদেরও শক্তি বাড়াতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বয়সের নিষেধাজ্ঞা

শ্রীশঙ্খ অধিকারী

খানিকটা অস্ট্রেলিয়ার জারি করা নিয়মের পথে হেঁটে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারও নুতন আইন পাস করে সমাজ মাধ্যমে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিচরণের উপর লাগাম টানতে চাইছে। উপর উপর ভাবলে সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত ভালো। কেননা এই প্রজন্ম বিশেষ করে ১৮ বছরের নিচের অনেক ছেলেমেয়েই মোবাইলে মোহগ্রস্ত হয়ে এক চরম বিপদের দিকে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রায় সত্তর শতাংশ অভিভাবকের এই একটিই অভিযোগ। এতে করে চিন্তিত অনেক অভিভাবক একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন কিন্তু এই ব্যাপারে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়ে যায় যা নিয়ে হয়তো খুব একটা আলোচনা হয় না। যেমন, এই সোশ্যাল মিডিয়াতে একাউন্ট খুললেই বিপদ , আর তা না খুললেই সেফ — এই ধারণা টি কি ঠিক ? আইনটির উদ্দেশ্য যদি বাচ্চাদের পরিণত কন্টেন্ট থেকে বিরত রাখা হয় , তাহলে বলা যেতে পারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সার্চ ইঞ্জিনের থ্রু দিয়ে অনেক পরিণত ওয়েবসাইট একসেস করা যায় , সে ক্ষেত্রে আইন করে তেমন কিছু করা সম্ভব হবে না। এ থেকে আরো একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে যে, ইন্টারনেট বা সোস্যাল মিডিয়া মানেই তা প্রাপ্ত বয়স্ক দের বিষয়। আঠারো বছরের নীচে কারো এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কি সর্বৈব ঠিক? সোসাল মিডিয়া মানেই কি প্রাপ্ত বয়স্কদের বিষয়? এধরণের সরলীকরণ কি সঠিক? এই গুচ্ছ প্রশ্নগুলোকে সরিয়ে রেখে একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে। বাচ্চারা মূলত তাদের মা বাবার ফোন নিয়েই সারা দিন ব্যস্ত থাকে। তাই তাদের মা বাবার ব্যবহার করা

সোসাল মিডিয়া তেই তারা বিচরণ করে। তেমনটা হলে তো এই আইনের উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ব্যাপার টি হল, আইনটির উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু তা রূপায়নের জন্য আইনের কড়াকড়ি অনেক টা বজ্র আঁটুনি আর ফসকা গেরোর মতো হয়ে পড়বে। এই আইনের উদ্দেশ্য অনেক টা নির্ভর করছে দেশের অভিভাবকদের উপর। আর এক্ষেত্রেই আমাদের হতাশা সব থেকে বেশি।বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অসচেতনতা ও নিরুপায়ের কারনেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর অপরিনত বয়সে পরিনত কন্টেন্টের হাতছানি তে বখে যায় অজস্র ছেলে মেয়ে। এই আলফা, বিটা জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অভিভাবক দের সঠিক সাহচর্য প্রয়োজন। আর প্রয়োজন, নিজের হাতের ডিভাইস টিকে সঠিক কাজে ব্যবহারের পাঠ। বরং সেই পাঠ দেওয়ারই ব্যবস্থা করা উচিত দেশজুড়ে। আমাদের রাজ্যে সতের বছরের ছেলেমেয়েদের হাতে সরকার একটি ট্যাব বা ফোন তুলে দিচ্ছে কিন্তু সেটিকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত তার কোনো পাঠ দেয়নি। ফলে এই ফোনের কারনেই ছেলেমেয়েদের একাংশ সোস্যাল মিডিয়ায় ঢুকে পড়ে একধরণের বিকৃত নেশায় আটকা পড়ে যাচ্ছে। সমস্যাটি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক কিন্তু তা প্রতিহত করতে গেলে আইন প্রণয়ন করে সার্বিক সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে কার্যকরী ভুমিকা নিতে পারে একমাত্র অভিভাবক। অবশ্যই তাদের সোস্যাল মিডিয়া সম্বন্ধে পাঠ দরকার। কোন মিডিয়া কীভাবে কাজ করে, সেখানে কী ধরণের কন্টেন্ট আপলোড হয়, কোন ধরণের পোস্ট দেখলে মিডিয়ার নিজস্ব অ্যালগোরিদম কী ধরণের পোস্ট রেকমেন্ড করে, কোন গেম মারাত্মক কোন গেম ততটা নয় — এসব নিয়ে অভিভাবক দের আগে পাঠ দেওয়া দরকার। যে বিষয় গুলি মা বাবা জানে না, সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে তাদের সন্তানদের গাইড করা সম্ভব কী? আইন প্রণয়নের চেয়েও এই বিষয়গুলি বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার।

মেদিনীপুর মেডিক্যালে মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা সিআইডির তদন্তকারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে বুধবার দ্বিতীয় দফায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছয় সিআইডির তদন্তকারী দল। মেডিক্যালের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তদন্তে যান মাতৃমা বিভাগে। যেখানে রোগীদের প্রথম ভর্তি করা হয়েছিল। কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্ত রোগীদের পরিবারের সঙ্গে। গত বুধবার এই মেডিক্যাল কলেজে প্রসূতিদের অপারেশন করার পর একজন রোগীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। অভিযোগ ওঠে চিকিৎসা বিভ্রাটের। এরপর মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনজন প্রসূতিকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

প্রসূতিদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সিনিয়র চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করানোর পাশাপাশি ভুল ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সিআইডি তদন্তে নেমেছে। মঙ্গলবার প্রথম দিন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে তদন্ত শুরু করে সিআইডি। প্রায় সারাদিন দায়িত্বে থাকা হাসপাতালের সুপার চিকিৎসক ও নার্সদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সিআইডি কর্তারা বুধবার সরাসরি কথা বলেন মৃত মামণি রুইদাসের স্বামী ও পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে। একই সঙ্গে অসুস্থ রেখা সাউয়ের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গেও সিআইডির তদন্তকারী দল কথা বলে।

মৃত মামনির স্বামী দেবাশীষ রুইদাসের কাছে তদন্তকারীরা জানতে চান শিশু কেমন রয়েছে, শিশুর লালন পালনের ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। এখন শিশুটির দেখাশোনা করছেন দেবাশিসের যে দিদি, তিনি ভবিষ্যতেও দেখাশোনা করবেন কিনা শিশুটির সুরক্ষা নিয়েও সমস্ত কিছু জানতে চান। মঙ্গলবার সিআইডির তদন্তকারীরা সেদিন দায়িত্বে থাকা নার্সদের সঙ্গে হাসপাতাল সুপার জয়ন্ত রাউতকে টানা ৬ ঘণ্টা জেরা করেন। তবে এ বিষয়ে হাসপাতাল সুপার কোন কথা বলতে চাননি।

জেলা বিজেপির মুখপাত্র অরূপ দাস বলেন, মানুষকে বোকা বানাতেই সিআইডি তদন্ত করছে। সিআইডিকে পাঠানো হয়েছে যাতে প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যায়। সিআইডির তদন্তকারীরা স্বাস্থ্যসচিব এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুক দেড় বছর আগে কর্ণাটক সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর সেই কোম্পানির ওষুধ, স্যালাইন সহ ১৪টি সরঞ্জাম চলতে দিল কেন?

কুম্ভমেলার আয়োজনে লাভ উত্তরপ্রদেশের, গঙ্গাসাগরে সরকারের আয়ের ভাঁড়ার শূন্য

বিপ্লব দাশ

গঙ্গাসাগর: গঙ্গাসাগর মেলা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ। অথচ এই মেলা থেকে সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ে ধোঁয়াশা নিয়ে প্রশ্ন! অথচ ভারতের বৃহত্তম ধর্মীয় কুম্ভমেলার আয়োজন করে প্রায় ২-৪ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের অনুমান করছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। যদিও এবারের মেলায় মৃত ছয় তীর্থযাত্রীর মধ্যে চারজন উত্তরপ্রদেশে বাসিন্দা। প্রয়াগে কুম্ভমেলা হলেও সেখান থেকেও যে পুণ্যার্থীরা এখানে যথেষ্ট সংখ্যক এসেছেন তা নিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এরাজ্যের কোনও ঘটনা ঘটলে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ-সহ অন্যান্য রাজ্যের তুলনা টানা হয়। কিন্তু কুম্ভমেলা আয়োজন করে উত্তরপ্রদেশ সরকার যখ ন লাভের মুখ দেখছে। সেখানে এরাজ্যে বছর বছর কোটি কোটি ব্যয় করে গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন করে এরাজ্যের সরকারের ভাঁড়ার শূন্য কেন, প্রশ্ন বিরোধীদের। এ বছর কুম্ভমেলায় আনুমানিক ৪৫ কোটি মানুষের সমাগম হতে পারে বলে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের অনুমান। সেই প্রেক্ষিতেই কুম্ভমেলা থেকে উত্তরপ্রদেশ সরকার অন্তত ২ থেকে ৪ লক্ষ কোটি টাকা লাভ হতে পারে বলে অনুমান। আর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম গঙ্গাসাগর মেলার ব্যয় ২৫০ কোটি টাকা খরচ হলেও সরকারের আয় কত, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখল প্রশাসন। বুধবার গঙ্গাসাগরে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বিরোধীদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, 'সব কিছুতে আয় দেখে ব্যয় করে না সরকার। ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই মেলার আয়োজন করে সরকার। বিরোধীদের কাজ শুধু সরকারের ভুল ধরা।' অথচ কলকাতা থেকে সড়কপথ, জলপথ ও ফের সড়কপথে কপিলমুনির আশ্রমে আসতে পুণ্যার্থীরা পরিবহণ বাবদ যে খরচ করেন, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। মঙ্গল ও বুধবার গঙ্গাসাগরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিগত কয়েকদিনের সরকারি তথ্যের হিসেবে মকর সংক্রান্তিতে মঙ্গল ও বুধবার মিলিয়ে ৫৫ লক্ষ পুণ্যার্থীর স্নান সেরেছেন। গঙ্গাসাগরে আসা ছ-জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন উত্তরপ্রদেশের বাকিরা হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের। মোট নয়জন অসুস্থ তীর্থযাত্রীকে এয়ারলিফটের দ্বারা জরুরি ভিত্তিতে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেলায় ৪৫৫টি পকেটমারি ঘটনায় ৪৩২টি ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে খোয়া যাওয়া বস্তু উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৮৯৫ জনকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। হারিয়ে বা আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ৬৬৩২ জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে ৬৬২৭ জনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মেলার আয়োজন সন্তুষ্ট। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরাকে 'আশীর্বাদ ভোলেবাবা'র।
ছবি: অরুণ লোধ

যুবককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জন্মদিনের পার্টিতে জোর করে মদ খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে ঝামেলার অভিযোগ। সেই ঝামেলা মিটেও গিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই যুবককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি হুগলির রিষড়ার। মৃত যুবকের নাম অভিষেক পাসোয়ান। বছর বাইশের ওই যুবকের মৃত্যুতে সেদিনের ঝামেলার সম্পর্ক থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে পরিবারের লোকজন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে রিষড়া পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডে একটি গলিতে ছুরিকাহত হন ওই যুবক। স্থানীয়রা তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে যুবককে ছুরি মেরে খুন করা হল, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'কোথায় ছুরি মেরেছে জানি না। পাড়ার মধ্যে পড়েছিল। পেটে ছুরি দিয়ে মারা হয়। আমরা কাপড় বেঁধে টোটোতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

মৃত যুবকের দিদি বলেন, 'কাজ করে ফিরছিল। গলিতে ছুরি মেরেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল চারদিক।' এলাকারই এক যুবকের নামে অভিযোগ করে মৃতের পরিবার। তাদের অভিযোগ, 'কয়েকদিন আগে স্থানীয় একজনের জন্মদিনের পার্টিতে মদ খাইয়ে দেওয়া হয় অভিষেককে। সে কোনওদিনও মদ খেত না। তার মোবাইল চুরি হয়েছিল। তা নিয়েও ছোটু নামে একজনের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল।'

বিপুল মূল্যের ড্রাগ আটক, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি থানা ও তার অন্তর্গত নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিয়ামতপুর ফাঁড়ি অন্তর্গত লছিপুর এলাকা সংলগ্ন জিটি রোড থেকে ২ জন বাইক আরোহীকে আটক করে এরপর তল্লাশি করার পর তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ২৫০ গ্রাম ড্রাগ উদ্ধার করে, যার আনুমানিক মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ২ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। দু'জনের মধ্যে একজন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর, লালগোলা এলাকার বাসিন্দা নাম মোহমদ ফারিকুল সেখ, আরেক জন নিয়ামতপুরের আলডি এলাকার বাসিন্দা নাম হর্ষ কুমার বর্ণয়াল। বুধবার গ্রেপ্তার হওয়া ওই দুই ব্যক্তিকে আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হয়।

অন্যদিকে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের তৎপরতায় কালীপাহাড়ি এলাকা থেকে কুড়ি কেজি গাঁজা সহ দু'জনকে আটক করা হয়। বুধবার আসানসোল আদালতে তোলা হয় ধৃতদের। এর মধ্যে একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ।

একই মন্দিরে রাম-রহিমের পুজোয় বলি-জবাই দেখতে জনসমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন 'মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান'। কবির সেই বিখ্যাত উক্তিটি যেন বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে পুরুলিয়া মফস্বল থানার প্রত্যন্ত হিড়বাল গ্রামের এক দেবস্থলের পুজো ও আরাধনায়। এই মন্দিরে একই ছাদের তলায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতাদের পাশাপাশি পুজো হয়ে থাকে। যা এক বিরলতম ঘটনা।

পুরুলিয়া শহর থেকে বরাকর রোড ধরে প্রায় ১৫ কিমি রাস্তা পেরিয়ে দূর থেকে গাছ গাছালি ঘেরা হিড়বহাল গ্রামটিকে*দেখতে পাওয়া যাবে । একসময় জেলার পিছিয়ে পড়া ৯৯৬টি গ্রামের তালিকায় পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের ছোট্ট এই জনপদের নাম ছিল প্রথম সারিতে। সে সময় পুরুলিয়ার পিছিয়ে পড়া গ্রাম পরিদর্শনে বেরিয়ে প্রত্যন্ত এই গ্রামে পা রেখেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি। তখন রাতারাতি অখ্যাত এ গ্রামের নাম স্থান পেয়েছিল সংবাদমাধ্যমের পাতায় ও দূরদর্শনের পর্দায়। তারপর আর কেউ খোঁজ রাখেনি এই গ্রামটির। কিন্তু আজও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সাক্ষী হয়ে আছে হিড়বহাল গ্রামটি। গ্রামের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে বাঁশবাগানের মধ্যে বিরাজ করছে প্রাচীন দৃষ্টান্ত বহনকারী ছোট্ট এক দেবস্থল।

তার ইতিকথা শোনাতে গিয়ে মন্দিরের বর্তমান সেবাইত তপন বাউরি জানালেন, প্রায় ২০০বছর থেকেও আগে থেকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা এখানে ছোট্ট একটি মাটির ঘরে মা ভদ্রকালীর পূজাপাঠ শুরু করেন। পরে কোন এক দৈববলে সেই মন্দিরে স্থান পান মুসলিমদের ইষ্টদেবতা বাবা সত্যপীর। তখন নিত্য পূজার দায়িত্ব ছিল*তপন বাউরির পূর্বসূরিদের ওপর। সারাবছর প্রতিমাসের নির্দিষ্টি তিথিতে আচারবিধি মেনে পুজো হয়ে থাকলেও বছরের একটা দিন অর্থাৎ পয়লা মাঘ আখ্যান দিনে বেশ ঘটা করে মা ভদ্রকালী রামচন্দ্র এবং বাবা সত্যপীরের পূজা হয়ে থাকে এখানে। যা আজও চলে আসছে। উত্তরসূরী হিসেবে বর্তমানে দাসুদেব বাউরিদের উপর পুজো পরিচালনার ভার অর্পিত রয়েছে । আবার এখানকার পূজার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এই মন্দিরে দেবদেবীর পূজা আরাধনার জন্য কোনওন ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিংবা পূজারী থাকেন না।

এতদিন দাসুদেববাবু নিজে পুজো করে এলেও গত কয়েক বছর ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেই পূজার্চনার দায়িত্ব তিনি তাঁর বড় ছেলে তপনের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেই পূজা প্রক্রিয়ায় যথারীতি আগের মতোই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বংশের অন্যান্যরা। তপন বাউরি বললেন, ফি বছর পয়লা মাঘ ঘটা করে পুজো দেওয়া হয় এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবদেবীকে। মা ভদ্রকালী নিমিত্তে ছাগ বলি ছাড়াও হাঁস ও পায়রা বলি যেমন দেওয়া হয় তেমনি মানত পূরণ করতে সত্যপীরের নিমিত্তে মোরগ জবাই দেওয়া হয়। ভিন্নধর্মী দু'টি

সম্প্রদায়ের মনোবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে জীব বলি এবং জবাই দিয়ে থাকেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই। বাবা সত্যপীরের নিমিত্তে হিন্দুরাও মোরগ জবাইয়ের মানত করে থাকেন। পুজোর রাতে জবাই দেওয়া মোরগ ও ছাগের মাংস সহ নরনারায়ন সেবায় পাত পেড়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই পরম তৃপ্তি ভরে ভোজন করে থাকেন প্রসাদ এখানকার দেবদেবী খুবই জাগ্রত বলে নামডাক থাকায় শুধু পুরুলিয়া জেলা বা অন্য জেলার মানুষই নয় পুজো দিতে ছুটে আসেন ভিন রাজ্যের ভক্তরাও।

পূজা উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাকালীন নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন উদ্যোক্তারা। প্রতিবছরের মতো এবারও রীতি মেনে বুধবার সেই পূজাপর্ব সম্পন্ন হয়ে গেল। আর সম্প্রীতির এই পূজাকে ঘিরে সকলের মেলবন্ধনে মন্দির প্রাঙ্গণ হয়ে উঠল মিলন ক্ষেত্র।

পেল্লাই সাইজের রসগোল্লা, ল্যাংচা নিতে হুড়োহুড়ি ক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের সুয়াতা গ্রামে পীর বোম্মান সাহেবের মেলায় চারদিনে ১০ লক্ষ টাকার মিষ্টি বিক্রি হয়। পেল্লাই সাইজের রসগোল্লা, ল্যাংচা নিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ক্রেতাদের মধ্যে। পিস হিসাবে ছাড়াও অনেকেই আবার কেজি দরে মিষ্টি কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

আউশগ্রাম -২ নম্বর ব্লকের ভাল্কি অঞ্চলের সুয়াতা গ্রামে প্রতিবছর পীর বোম্মান সাহেবের উরস উৎসব পালিত হয় বেশ ধুমধামের সঙ্গেই। পৌষ সংক্রান্তি থেকে মেলার সূচনা হয় এখানে। আশেপাশের বিভিন্ন জেলা ছাড়িয়ে ভিনরাজ্য থেকেও প্রচুর ধর্মপ্রাণ মানুষ আসেন উরস উৎসবে যোগ দিতে। সোমবার থেকে মেলা শুরু হয়েছে। প্রচুর দোকানপাটও বসেছে। তবে মেলার মূল আকর্ষণ হল মিষ্টি। পীর বোম্মান সাহেবের উদ্দেশ্যে মেলায় আসা ভক্তরা মিষ্টি উৎসর্গ করেন। আর তাঁর প্রসাদ হিসাবে মেলায় বালতি, হাঁড়ি ভরে মিষ্টি নিয়ে যান। আর প্রতিদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ টাকার মিষ্টি বিক্রি হয়ে যায়। মিষ্টির জোগান দিতে হিমশিম খান ব্যবসায়ীরা। এটাই বছরের পর বছর ধরে রেওয়াজ চলে আসছে।

জানা গিয়েছে, এবার মেলায় প্রায় ১০ থেকে ১২ টি মিষ্টির স্টল বসেছে। বিক্রেতারা জানান, মেলার চারদিনে তাদের সকলের প্রায় ১০-১২ লক্ষ টাকার মিষ্টি বিক্রি হয়। পতিত পবন দাস বলেন, 'আমরা বহু কারিগর এনেছি। তাও জোগান দিতে পারি না। প্রতিদিন গড়ে কারও এক লক্ষ টাকা, আবার কারও ৭০ হাজার টাকার মিষ্টি বিক্রি হয়। সবমিলিয়ে একদিনে আমার প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ টাকার মিষ্টি বিক্রি হয়।'

মেলা কমিটির সম্পাদক আব্দুল আলিম বলেন, 'পীর বোম্মান সাহেবের মেলা অনেক পুরনো। এখানে মিষ্টি প্রসাদ হিসাবে সবাই বাড়িতে নিয়ে যান। আত্মীয়স্বজনদের বিতরণ করেন। তাই মিষ্টির চাহিদা থাকে। তবে চারদিনে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার বেশি মিষ্টি বিক্রি হয়। এটাই রেওয়াজ।'

পাঁচপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং - ৩০৭(এন) :: তারিখ- ২৩/০৬/১৯৭৬
পোঃ- বালিয়াডাঙ্গা ফরিদপুর, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া

নোটিশ

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির **পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের** উদ্দেশ্যে আগামী **১৬/০২/২০২৫ তারিখে সকাল ১১টায়** সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি) সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা:/- মলিন চৌধুরী
স্পেশাল অফিসার
তাং- ১৫/০১/২০২৫ **পাঁচপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**

এনবিএফসি এর ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুকৃত ৯/৭/১৫ তারিখের সার্কুলার আরবিআই/২০১৫-১৬/১২২ নং ডিএনবিএস(পিডি) সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ এবং তৎসহ সার্কুলার ডিএনবিএস (পিডি) সিসি নং ৩৭৬/০৩.১০.০০১/২০১৩-১৪ এবং নোটিফিকেশন নং ডিএনবিএস (পিডি) ২৭৫/জিএম(এএম)-২০১৪ নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিজ (অধিগ্রহণ অনুমোদন বা নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর) নির্দেশনা, ২০১৪ তারিখ ২৬/৫/১৪ সম্পর্কিত অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক অনুমোদন সাপেক্ষে** শ্রীমতি পিংকি রানি গড়াই, সাকিন গ্রাম : লম্বোদরপুর, পো এবং থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১১০১ এবং শ্রী অভিজিৎ গড়াই সাকিন : গ্রাম : লম্বোদরপুর, পো এবং থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১১০১ এবং অন্যান্য সহযোগীগণ (সকলেই যৌথভাবে আধিগ্রহণকারী হিসেবে উল্লিখিত) মেসার্স নোভা ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড, বর্তমানে এনবিএফসি (অত্র কোম্পানি হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস শ্রীমা মহিলা সমিতি কমপ্লেক্স, গ্রাম এবং পো : দত্তপুলিয়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৫০৪ (বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণ) বাণী সরস্বতী (ডিরেক্টর), বিশ্বজিৎ দাস (ডিরেক্টর), মহুয়া ঘোষ, শ্রীমা এমপ্লইজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং শ্রীমা মাল্টি সার্ভিস ট্রাস্ট (পরবর্তীতে হস্তান্তরকারী হিসেবে উল্লিখিত) এর সমুদয় শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানির ব্যবস্থপনা এবং নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অধিগ্রহণ করতে আগ্রহী (ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ) এবং অধিগ্রহণকারীদের অনুকূলে ২৬/২/২৫ তারিখে হস্তান্তর সম্পাদনের মাধ্যমে;ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরের প্রধান উদ্দেশ্য কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সম্প্রসারণ; কোনও ব্যক্তির প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের ফলে স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাকে কোম্পানির নিকট জানাতে পারেন।

প্রকাশের তারিখ : ১৬/০১/২০২৫

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	লীলা চৌধরী	০০২৩৭৬৯	৪৫১৯	৮১৮৬৫৩৬-৮১৮৮২৮৫	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: নিউ দিল্লি **নীতিন শর্মা**
তারিখ: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ (কোম্পানি সেক্রেটারি)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ধরমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি. নং -২৯০(এন), তাং -২১.০৯.১৯২১
গ্রাম-ধরমপুর,পো-ঈশ্বরচন্দ্রপুর, থানা-পলাশীপাড়া,জেলা-নদীয়া,পিন-৭৪১১৬০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তেহট্ট- ২ নং ব্লকের (নদীয়া) অন্তর্গত ধরমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী **ইং ১৬/০২/২০২৫ তারিখে দুপুর ১১ ঘটিকায়** সমিতির অফিস গৃহে বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় সমিতির সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচিত হবে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
স্পেশাল অফিসার (সমবায় পরিদর্শক, তেহট্ট-২নং ব্লক),
ধরমপুর এস.কে.ইউ.এস লিমিটেড

এতদ্বারা ধরমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ইং ১৬/০২/২০২৫ তারিখে (রবিবার) নিম্নোক্ত নির্বাচনী নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ধরমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে মোট নয়জন (০৯) পরিচালক নির্বাচিত হবে। তার মধ্যে দুই(২)জন মহিলা ও একজন(১) তপশিলি জাতি/উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

নং	বিষয়/বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	২৭.০১.২০২৫ ও ২৮.০১.২০২৫	বেলা ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৯.০১.২০২৫	বেলা ১২ থেকে	সমিতির অফিস
৩	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২৯.০১.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির অফিস
৪	মনোনয়নপত্র /প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	৩০.০১.২০২৫	বেলা ২ টো পর্যন্ত	সমিতির অফিস
৫	চূড়ান্ত (বৈধ) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	৩০.০১.২০২৫	বেলা ২ টোর পর	সমিতির অফিস
৬	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন	৩১.০১.২০২৫	দুপুর ১২টা	সমিতির অফিস
৭	প্রয়োজন অনুসারে ভোট গ্রহণ	১৬.০২.২০২৫	বেলা ১১ টা থেকে বেলা ২ টে পর্যন্ত	ধরমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ভোট গণনা	১৬.০২.২০২৫	ভোট শেষ হওয়ার পর	ধরমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯	ফল ঘোষণা	১৬.০২.২০২৫	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর	ধরমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়

আরো বিশদে জানতে সমিতির কার্যালয়ে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১ টা থেকে বেলা ২ টোর মধ্যে যোগাযোগ করুন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীকে উপস্থিত থেকে মনোনয়নপত্র জমা করতে হবে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায় (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার)
ধরমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

নোটিশ

SAMABAYPALLY CONSUMER CO-OPERATIVE STORES LTD.

REGD NO. 18, Dt. 07-09-1964
SAMABAYPALLY, HOWRAH, PIN-711205

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহকারী নিবন্ধক, হাওড়া রেঞ্জ এর আদেশ নং 1458/11-6/12 dated 02/12/2024 অনুযায়ী SAMABAYPALLY CONSUMER CO-OPERATIVE STORES LTD.-এর সকল সদস্য/ সদস্যা কে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী 09/02/2025 (রবিবার) সকাল 10.30 মিনিটে সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণের জন্য সমিতির মুখ্য কার্য্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় যোগদানের জন্য সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যা-কে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ ঃ ০৮/ ০১/ ২০২৫
স্বাঃ সুরজিৎ সাহা
সমবায় পরিদর্শক, বালী জগাছা ব্লক

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের রিটার্নিং অফিসার SAMABAYPALLY CONSUMER CO-OPERATIVE STORES LTD. এর আদেশ সম্বলিত স্মারকলিপি নং ১৪৭৮, তাং ০১/ ১২/ ২০২৩ অনুসারে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন আগামী ০৯/ ০২/ ২০২৫ তারিখে সমিতির মুখ্য কার্যালয়ে নিম্নোক্ত সূচী মতো অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে যথাযথ অংশ গ্রহণ করার জন্য সকল সদস্য/ সদস্যাকে অনুরোধ করা হল।

১) শুন্য পদের সংখ্যা- 12 (SC/ST-1, UNRESERVED-9, LADIES-2)
২) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত ২৯/ ১০/ ২০২৪
৩) মনোনয়ন পত্র বিলি ও জমা- ২০ এবং ২১/ ০১/ ২০২৫
৪) মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা- ২২/ ০১/ ২০২৫
৫) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ- ২৩/ ০১/ ২০২৫
৬) ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ- ০৯/ ০২/ ২০২৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বিশদ সূচী সমিতির কার্য্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।

স্বাঃ সুরজিৎ সাহা
তারিখ ঃ ০৮/ ০১/ ২০২৫ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসকে। (পূর্বে, এল&টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি		স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
		এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	
KOLHL17000074/ KOLHL17000081	1. শ্রীমতী রিসবা বিবি 2. শ্রী মোস্তাফা হোসেন	দাবিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 09/01/2025 NPA তারিখ : 05/12/2024	03/01/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 28,15,393.80/- (টাকা আঠাশ লাখ পনেরো হাজার তিনশো তিরানব্বই এবং পয়সা আশি)	অনুসূচি - I সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : ওয়ার্ড নং 107, লস্করহাট, থানা তিলজলা, জেলা 24 পরগণা (দক্ষিণ), কোলকাতা ঠিকানায় গড়া ও নির্মিত ইমারতের (9 বছরের পুরনো) গ্রাউণ্ড ফ্লোরে দক্ষিণ–পূর্ব মুখো মোটামুটি 860 বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ আয়তনের (মার্বেল ফিনিশ) একটা সেল্ফ-কন্টেণ্ড রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাটে দুটো বেডরুম, একটা ড্রইং কাম ডাইনিং, একটা কিচেন, দুটো টয়লেট এবং একটা ব্যালকনি আছে।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: 16.01.2025 **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জঙ্গিপুর শাখা
লালগোলা মহারাজা রোড, রঘুনাথগঞ্জ,
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রেগুলেশন রুল ৮(৬)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ০৭.০৩.২০২৪ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩৯,৪৮,৩৪৪.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা)** (বিবি + এমওআই = ৩৫,৬৪,৪৬৬.১৫ টাকা + ৩,৮৩,৮৭৭.৮৫ টাকা) **১৩.০১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স তৌফিক হার্ডওয়্যার, স্বত্বা - মহ. সাহিম আলি,** গ্রাম - মঙ্গলজান ঘিরশালা, পো - ঘোরশালা, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫-এর কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স তৌফিক হার্ডওয়ার স্বত্বা : মহ সামিম আলি গ্রাম : মঙ্গলজান ঘিরশালা, পো ঘোড়শালা, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২৩৫। ২. স্বত্বাধিকারী : মহ সামিম আলি, পিতা শ্রী আবুল কাশেম , গ্রাম : মঙ্গলজান ঘিরশালা, পো ঘোড়শালা, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২৩৫। ৩. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রীমতি মাসুমা বিবি, স্বামী : মহ সহিম আলি, গ্রাম : মঙ্গলজান ঘিরশালা, পো ঘোড়শালা, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২৩৫। খ) জঙ্গিপুর শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : ঘোড়শালা, জেএল নং ৯৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২২৮, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৫৮৫, জমির এরিয়া : ৩.৩০ ডেসিমেল, কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ঘোড়শালা, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২২৩৫, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল হেবানামা নং ১-৭২৬২ তারিখ ১৬.০৪.২০০৭, এডিএসআরও -জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি শ্রীমতি মাসুমা বিবি এর নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক ;দক্ষিণে : বাদল শেখ এর সম্পত্তি;পূর্বে অন্যান্যর সম্পত্তি; পশ্চিমে : রেজাবুল শেখ এর সম্পত্তি।	৩৯,৪৮,৩৪৪.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা) (বিবি + এমওআই = ৩৫,৬৪,৪৬৬.১৫ টাকা + ৩,৮৩,৮৭৭.৮৫ টাকা) ১৩.০১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩৬,১৩,০০০.০০ টাকা (*) (ছত্রিশ লাখ তেরো হাজার টাকা) খ) ৩,৬১,৩০০.০০ টাকা (তিন লাখ একষট্টি হাজার তিনশ টাকা) গ) ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB3299368584 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের (https://baanknet.com)-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৫.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : জঙ্গিপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সীমান্তের চাষিকে অপহরণের অভিযোগ বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ায় সীমান্তে নিজের জমিতে চাষের কাজ করার সময় এক কৃষককে আটক করার অভিযোগ উঠল বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার নদিয়ার চাপড়া থানার ভারত বাংলাদেশ হৃদয়পুর সীমান্তে।

এলাকার চাষি নূর হোসেন শেখ নামে এক ব্যক্তি বিএসএফকে জানিয়ে এবং আধার কার্ড জমা রেখে চাষের কাজ করতে গিয়েছিল। তখনই অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষীরা তাঁকে অপহরণ করেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে কাঁটাতারের ওপাড়ে নিজের ভুট্টা জমিতে কাজ করছিলেন সীমান্তবর্তী হৃদয়পুর গ্রামের বাসিন্দা নূর হোসেন সেখ। প্রতিদিনের মতো এদিন ও নিজের জমিতে গিয়েছিলেন বিএসফের অনুমতি নিয়েই।

নূর হোসেনের স্ত্রী ভাসানি বিবির দাবি, দুপুর গড়িয়ে গেলেও চাষের জমি থেকে না ফেরায় শুরু হয় খোঁজ। এরপর জানা যায় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা তাঁকে অপহরণ করেছে। নূর হোসেনের স্ত্রী চাপড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন তাঁর স্বামীকে ফেরত পাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যেই বিএসএফ এবং বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে আলোচনা চলছে এই বিষয়টিকে নিয়ে।

অন্যদিকে অপহরণকারী ব্যক্তির পরিবারের দাবি, ইউনেস সরকার আসার পর থেকেই সীমান্তে তাদের চাষবাস করা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। এর আগে এরকম পরিস্থিতি ছিল না। সীমান্তের গেটে আধার, ভোটার কার্ড জমা রেখে টিপ ছাপ দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে বিএসএফ কাঁটাতারের ওপ্রান্তে চাষের জমিতে চাষ করতে যাওয়ার অনুমতি দিত এবং সময় বেঁধে দিত ঠিক একই ভাবে চাষাবাদ করে আসার পর যাবতীয় শংসাপত্র ফেরত দিয়ে দেওয়া হত চাষিদের। এভাবেই প্রতিনিয়ত চাষাবাদ করে আসতেন সীমান্তের চাষিরা। কিন্তু হঠাৎ করে এইরকম পরিস্থিতির শিকার হবে সেটা কখনওই ভাবতে পারেননি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চাষিরা।

তৃণমূল কর্মী খুন, অঞ্চল সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধানকে হামলায় ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার কালিয়াচকে নওদা যদুপুর এলাকায় তৃণমূল কর্মী খুন এবং অঞ্চল সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধানের ওপর হামলার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এদিন নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপাড়া নয়াবস্তি এলাকা সকাল থেকেই জনশূন্য ছিল। বন্ধ ছিল বিভিন্ন দোকান, বাজারহাট। সকাল থেকেই দফায় দফায় টহল দিয়েছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। এলাকা দখল নিয়েই মূলত এই ঝামেলা বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সেই জাকির শেখের একটি খুনের হুমকি দেওয়া ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে। ইতিমধ্যে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের জেলার সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি মহম্মদ আজমল শেখ।

তিনি বলেন, 'বকুল ও জাকিরের পুরনো শত্রুতা রয়েছে। জাকিরকে তৃণমূলে নিতে বারণ করেছিলাম। দলে জেলার শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছিলাম এতে গোষ্ঠীকোন্দল বাড়বে। তাও আমার কথা শোনা হয়নি। মালদার কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি সারিউল শেখের মদতে দলে ঢোকে। এরপর থেকেই সমস্যা সৃষ্টি হয়।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে জাকির শেখ কী ভাবে নওদা যদুপুরে তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ আরও বেশ কয়েকজনকে প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। তা হলে কেন পুলিশ স্বীকার করছে না যেগুলি চলেছে। সঠিক তদন্ত হলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আমির হামজা (২৪)। তার বাড়ি উত্তর দাড়িরাপুর নয়াবস্তি এলাকায়। এদিকে জাকির ও তার অনুগামীরা এই ঘটনা ঘটানোর পর ভিন রাজ্যে বা বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে এই কারণে বাংলাদেশ সীমান্ত ও বাংলা, বিহার, ঝাড়খন্ড সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ।

তবে এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ১২ দিন আগেই খুন হয় জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি বাবলা সরকার। তার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার এই ঘটনা। এই ঘটনার পর ওই এলাকায় স্নিপার ডগ নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বুধবার সকালে স্নিপারডগ নিয়ে নওদা যদুপুর এলাকায় তল্লাশি চালায়। রক্তমাখা জামাকাপড় শুকানো হয় কুকুরকে।

এই ঘটনার পর ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। মালদা জেলার মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'বর্তমানে জেলার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। মানুষ বাড়ি থেকে কম বেরচ্ছে। ব্যবসায় প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। বেশি রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখতে ভয় পাচ্ছেন অনেক ব্যবসায়ী। আমরা চাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। সন্দেহের তালিকায় রয়েছে আরও ৬ জন। পুলিশের দাবি, গুলি চলার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে আহত বকুল শেখ ও তাঁর ভাই মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, কে কি ভিডিও করে হুমকি দিচ্ছে তার দায়ভার তৃণমূল নেবে না। তবে পুলিশের সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। পুলিশ তদন্ত করছে দোষীরা শাস্তি পাবে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুরে মালদার কালিয়াচক থানা নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপাড়া নয়াবস্তি এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের দিয়ে থেঁতলে খুন করে দুষ্কৃতীরা। গুরুতর আহত হয়ে নওদা যাদবপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি বকুল শেখ ও তাঁর ভাই তথা দলের পঞ্চায়েত সদস্য এসারুদ্দিন শেখ। এই ঘটনায় খুন হন আতাউল হক নামে তৃণমূল কর্মী। আহত দুই তৃণমূল নেতা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজে।

দুই শিশুকন্যার সামনেই স্ত্রীকে খুন, বাড়িতে পুঁতে ঘুম, অভিযুক্ত স্বামী ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দুই শিশুকন্যার সামনেই স্ত্রীকে খুন করে বাড়ির মধ্যে পুঁতে রেখে সেই ঘরেই সন্তানদের নিয়ে রাতে ঘুমানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। হাড়হিম করা এই ঘটনায় প্রকাশ্যে আসতেই বুধবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের জঙ্গলমহল আউশগ্রামের যদুগড়িয়া গ্রামে। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামী সোম হাঁসদাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মৃতার নাম লক্ষ্মী হাঁসদা (২৭)।

জানা গিয়েছে, বছর সাতেক আগে সোম হাঁসদার সঙ্গে লক্ষ্মীর প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর দুইজনের বিয়ে হয়। তাদের দু'টি শিশুকন্যাও আছে। সোনিয়া ও রাখি। প্রথমজনের বয়স ৬ বছর ও ছোটর বয়স সাড়ে তিন বছর। সোনিয়া স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। ধৃত সোম হাঁসদার মা পানমণি হাঁসদার দাবি, 'ছেলে প্রতিদিন মদ খেত। কাজকর্ম সে রকম করত না। বউমা বাধা দিলে ঘরে অশান্তি করত। মঙ্গলবার সকালে বাড়িতে বউমাকে দেখতে না পেয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করি বউমা কোথায়। তাতে ছেলে জানায় মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যায় বাড়িতে পুলিশ এসে ঘর থেকে মাটি খুঁড়ে বউমার দেহ উদ্ধার করে। ছেলে সোমকেও ধরে নিয়ে যায় আউশগ্রাম থানার পুলিশ। সঙ্গে দুই নাতনিকেও নিয়ে যায় থানায়। বড় নাতনি সোনিয়া হাঁসদা গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানায়।' পুলিশ ধৃতকে বুধবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে সোম হাঁসদা স্ত্রী লক্ষ্মীকে খুন করে। শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করে। তাতেই সে মারা যায়। বাড়ির মেঝের মধ্যে মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ মাটি চাপা দিয়ে রাখে। বাইরে থেকে কেউ যাতে কিছু বুঝতে না পারে তার জন্য দরজায় তালা দিয়ে রাখে সোম। পুলিশ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তালা ভেঙে মেঝের মাটি খুঁড়ে লক্ষ্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, পারিবারিক বিবাদের জেরেই স্ত্রী খুন হয়েছে। স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দু'টি শিশুকে উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে শিশুকন্যাদের হোমে পাঠানো হবে কি না তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ফের নদিয়ার পৃথক জায়গায় মহিলা সহ বাংলাদেশি ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ফের তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল বিএসএফের ১৯৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ান ও কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত দিন বাংলাদেশি নাম গাজি রহমান, মিন্টু মিঞা ও সাইদুল ইসলাম। ধৃত তিন বাংলাদেশিকে, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ভাজনঘাট মাঠপাড়া থেকে ইফতার করেছে পুলিশ ও বিএসএফ। পুলিশে জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে তারা কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিল। ধৃত ইন বাংলাদেশির বাড়ি বাংলাদেশের ঝিনাইদহর পদ্মপুকুর গ্রামে। বুধবার ধৃত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হয়। ইতিমধ্যেই তো জিজ্ঞাসাবাদ করছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। কি উদ্দেশ্যে ঠিক ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং এর সঙ্গে আরও কোন বাংলাদেশি জড়িত আছে কিনা তারও তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে মঙ্গলবার অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে এক মহিলা সহ দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তর করল ধানতলা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেলে ধানতলা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় ধানতলা থানা এলাকায় আত্মগোপন করে আছে কিছু বাংলাদেশি নাগরিক। আর এরপরই ধানতলা পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক মহিলা ও একজন বাংলাদেশি যুবককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত রিপা শেখ নামের মহিলা বাংলাদেশের ঝিনাইদহ ও কৃষ্ণ হালদার নামের যুবক বাংলাদেশের মাদারীপুর এলাকার বাসিন্দা।

সরকারি উদ্যোগের অভাব, শ্রম ও টাকায় খাল সংস্কারের কাজ চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: সরকারি উদ্যোগ নেই। হাওড়ার শ্যামপুরের বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের চাষিরা জমা জলের জন্য এ বছর আমন ধান ঘরে তুলতে হিমসিম খেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে ধান পচেও গিয়েছে। ফল -লোকসান। বোরো মরসুম আসছে। কয়েকটি জায়গায় আবার জলের অভাবে বীজতলা ফেলা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ খালগুলি সংস্কার জরুরি হলেও কোনও সরকারি উদ্যোগ না থাকায় গ্রামের চাষিরাই এবার কায়িক শ্রম ও পকেট খরচ করে খাল সংস্কারের কাজে হাত লাগালেন। আর চাষিদের পাশে এসে দাঁড়ালেন বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অরুণ সামন্ত। চাঁপাবাড় মোড় থেকে নন্দনপুর পর্যন্ত নিকাশি খাল সংস্কারের জন্য নামানো হল জেসিবি।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে গ্রাম সংসদের মিটিংয়ে কেউ খাল কেটে দিয়ে মাটি তুললে পঞ্চায়েতের কোনও আপত্তি থাকবে না বলে বিষয়টি পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া। এবার তাই গ্রামবাসীরা নিজেরাই খাল কাটার সিদ্ধান্ত নিল আর মাটি? এ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্য অরুণ সামন্ত জানান, 'আমি যে অংশ থেকে নির্বাচিত সেই এলাকার মাটি পাইলিং ও রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হবে। বিক্রি হবে না। আমি শুধু জেসিবি মেশিনটা দিয়েছি।' প্রসঙ্গত, এই ভাবে খাল কাটার ফলে এলাকার বাসিন্দারা খুশি বলে জানিয়েছেন।

আসানসোল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাদ বাংলাদেশের সিনেমা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আগামী চার থেকে সাত ফেব্রুয়ারি আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে কালচারাল অ্যান্ড লিটারেসি সংস্থার দ্বারা আয়োজন করা হয়েছে, আসানসোল সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নেওয়া হবে না কোনও বাংলাদেশের সিনেমা ও বাংলাদেশের কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করা সিনেমা। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা ঘোষণা করেন আয়োজক সংস্থা।

এই সংস্থার সভাপতি আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে দেশে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙা হচ্ছে, ভারতকে বিভিন্ন ভাবে অপমান করার চেষ্টা করছে, সেই দেশের সিনেমাকে আমরা দূরে রাখছি। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের একশ্রেণির মানুষ নিপীড়িত এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওই দেশের সিনেমা দেখে মনোরঞ্জন করার কোনও মনোবাঞ্ছা তাদের নেই।'

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এই উৎসবের পোস্টার উন্মোচন করা হয়। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের চার থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হবে। এই দিনগুলিতে দেশের বিভিন্ন সিনেমা ছাড়াও নেপালের সিনেমা প্রদর্শিত হবে। এই চলচ্চিত্র উৎসবের ফেস্টিভ্যাল ডাইরেক্টর করা হয়েছে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমা ডাইরেক্টর ও প্রডিউসার শীলা দত্তকে। এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন মমতা শংকর এবং তাঁকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। উৎসব উৎসর্গ করা হয়েছে তপন সিনহা ও মনোজ মিত্রের নামে। উৎসবের প্রথম সিনেমা দেখানো হবে তপন সিনহা পরিচালিত সিনেমা 'গল্প হলেও সত্যি' এবং এই উৎসবের শেষ সিনেমা দেখানো হবে সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে'। অনুষ্ঠানে দিনগুলিতে ফিচার ফিল্ম ছাড়াও শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে। অনুষ্ঠানে সিনেমা জগতের বিখ্যাত অভিনেতারাও উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও এই চারদিন মাস্টার ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টিরা স্থানীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ক্লাস করাবেন। রবীন্দ্রভবনের প্রেক্ষাগৃহের বাইরে মুক্তমঞ্চ করা হবে যেখানে স্থানীয় প্রতিভারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। থাকবে নাটক গান, আবৃত্তি ও নৃত্য। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন হয় জিতেন্দ্র তেওয়ারির নিজস্ব বাসভূমিতে সাংবাদিক সম্মেলনের আগে পিঠেপুলি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

অন্য গঙ্গাসাগর

জামালপুরের তেলকূপি ঘাট আদিবাসীদের তীর্থক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে দামোদরের তেলকূপি গয়াঘাটে মাঘের প্রথম দিন ধর্মীয় রীতি মেনে পুরুষদের তর্পণ ও পুণ্যস্নান। তাই দামোদরের তীরে হাজির হন হাজার হাজার আদিবাসী পুণ্যার্থী। তেলকূপি ঘাটে রয়েছে মারাংবুরু মন্দির। তর্পণ সেরে সেখানে তারা পুজো দেন। প্রতিবছরের মতো এ বছরও জামালপুরে দামোদরের পারে রাজ্যের পাশাপাশি ভিনরাজ্য যেমন ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা আসেন। তবে এই অনুষ্ঠান ঘিরে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না হয় তাই থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিল প্রশাসন। বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা যেমন থাকে, তেমনই প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল এই দিন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে যেমন গঙ্গা হল পবিত্র। অন্যদিকে প্রাচীনকাল থেকে দামোদর নদকে পবিত্র বলে মনে করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। তর্পণ উৎসবে দামোদরের বালির চরে বসে বিরাট মেলা। তর্পণের পাশাপাশি এদিন ধর্মীয় উপচারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা

বালির চরে নাচে গানে মেতে ওঠেন। বালির চরেই রান্না করে সপরিবার খাওয়া-দাওয়া সারেন সকলে। রীতি অনুযায়ী, সূর্যাস্তের আগেই দামোদর ছেড়ে সবাই সেখান থেকে চলে যান। এই উৎসব উপলক্ষে এদিন দামোদর এলাকা পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়। এদিনের তর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজেই তর্পণ সারলেন রাজ্য আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু। এদিন দেবু টুডু জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও তিনি আসেন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ নিবেদন করতে। লাখো লাখো মানুষ জমায়েত হয় বলে তিনি জানিয়েছেন।

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান গোটা অনুষ্ঠানটি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য তদারকি করেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নজরদারি চালান, যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয়। তিনি জানিয়েছেন প্রশাসন যেমন রয়েছে, তেমনই তৃণমূলের পক্ষ থেকে তারাও সজাগ ছিলেন, মানুষের যেন কোনও সমস্যা না হয়।

ব্যান্ডেলে মাছের মেলায় চুনোপুটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুনোপুটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি হয় ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরের মাছের মেলায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর বাড়িতেই বসে ৫১৮ বছরের পুরনো মাছের মেলা। বোয়াল থেকে চুনো পুঁটি-শুটকি, রুই, কাতলা, ইলিশ, ভেটকি, ভোলা, কাঁকড়া, শংকর মাছ, কী নেই এই মেলায়! সব ধরনের মাছ পাওয়া যায় ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরের মাছের মেলায়। একদিনের এই মেলাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন পসরা নিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। দূর দূরান্ত থেকে বহু মাছ ব্যবসায়ী নদী পুকুর ছাড়াও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের পসরা নিয়ে বিক্রি করেন। হুগলি ছাড়াও বর্ধমান, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা,বাঁকুড়া থেকেও মানুষ এই মেলায় আসেন। ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা কেজি মাছ বিক্রি হয়। শুধু মাছ কিনেই নিয়ে যায় না সাধারণ মানুষ, অনেকেই পাশের আমবাগানে মাছ ভেজে পিকনিকের আয়োজনও করে নেন। এক ক্রেতা বলেন, 'প্রত্যেক বছরই মেলা বসে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ ব্যবসায়ীরা বড় বড় মাছ নিয়ে হাজির হন। এই বছর সর্বোচ্চ ৩৬ কেজি মাছ নিয়ে হাজির হয়েছেন এক ব্যবসায়ী। আর তা দেখে লোভ সামলাতে না পেরে দু'কেজি মাছ কিনে নিই।' অন্যদিকে, এক ব্যবসাদার বলেন, 'আমরা ভোলা, ভেটকি, কুশি ভেটকি, ইলিশ, রুই, কাতলা সহ বিভিন্ন মাছ নিয়ে হাজির হই এই মেলায়। এই বছর ৩৪ কেজি ওজনের একটি মাছ নিয়ে এসেছি। একদিনের জন্য এই মেলা হয়। কিন্তু, তাতেও বেশ লাভ হয়।'

মকরস্নানে তলিয়ে একজনের দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ অপরজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মঙ্গলবার কাঁকসার শিবপুর সংলগ্ন অজয় নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় দুই কিশোর। বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ একজনের দেহ উদ্ধার হলেও, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি অপরজনের। জানা গিয়েছে, তলিয়ে যাওয়া দুই কিশোরের নাম রাহুল রায় (১৫), শুভম মণ্ডল (১৭)। দুই জনেরই বাড়ি দুর্গাপুরের চাষিপাড়া সংলগ্ন টালিগঞ্জ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে চার বন্ধু মিলে কাঁকসার শিবপুর সংলগ্ন অজয় নদে স্নানের জন্য আসে। তারপরে জয়দেব মেলায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সাঁতার না জানায় হঠাৎ করে অজয়ের জয়ে তলিয়ে যেতে থাকে একজন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে যায় আরও এক বন্ধু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ।

দেবাশিস সান্যাল নামের অন্য এক বন্ধু জানিয়েছে, তাদের দামোদর নদে স্নান করতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সবাই জয়দেব মেলায় যাওয়ার কথা বলে। সেইমতো তারা জয়দেবের মেলায় আসে। তারপরেই দু'জন বন্ধু অজয়ের জলে স্নান করতে নামে। কিছুক্ষণ পরেই বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করে ওঠে একজন। তাঁকে বাঁচাতে অন্য জনও তলিয়ে যায়। সাঁতার না জানায় সে আর নামতে পারেনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। তবে রাত হয়ে যাওয়ায় বন্ধ থাকে উদ্ধারকাজ। বুধবার সকাল থেকে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। আসে এনডিআরএফএর দল। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ উদ্ধার হয় রাহুল রায়ের দেহ। দেহ উদ্ধার করে বিধাননগর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপরজনের দেহ উদ্ধার হয়নি।

বালুরঘাট স্টেশন পরিদর্শনে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বুধবার বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। মূলত বালুরঘাট রেল স্টেশনে চলা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যান্য আরো কয়েকটি রেল স্টেশন পরিদর্শন করেন ডিআরএম।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট রেল স্টেশনকে উন্নতমানের পরিকাঠামো যুক্ত রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে চলছে নানারকম উন্নয়নমূলক কাজ। যার মধ্যে অন্যতম হল সিক লাইন ও পিট লাইনের কাজ। পাশাপাশি চলন্ত সিঁড়ি ও নতুন প্ল্যাটফর্মের কাজ চলছে। এদিন বালুরঘাট স্টেশনের সেই সমস্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন ডিআরএম। পাশাপাশি রেল বোর্ডের তরফে নির্দেশিকা এলে নতুন ট্রেন চালানোর বিষয়েও প্রস্তুত রয়েছেন বলে ডিআরএম জানান।

এবিষয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, 'অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় বালুরঘাট রেল স্টেশনে অনেক ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। বিভিন্ন স্তরের কাজ সম্পন্ন করবার চেষ্টা চলছে। নতুন প্ল্যাটফর্মের কাজও চলছে। যে সমস্ত কাজ অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় নেওয়া হয়েছিল, আগামী পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে সেগুলো শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

কালী মূর্তি গড়তে মাটি উত্তোলনে শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ঠিক কত বছরের পুরনো কালীপুজো? কে শুরু করেছিল? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না এলাকার প্রবীণতম মানুষরাও। শুধু জানেন, বহু জনশ্রুতি আর লোকবিশ্বাস মাখা কালীপুজোয় মিশে রয়েছে এলাকার আবেগ। আরামবাগ ব্লকের হরিণখোলা ১ অঞ্চলের হরাদিত্য এলাকার বাকরচক গ্রামের মা কালীর। আজও বয়ে নিয়ে চলছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ঐতিহ্য।

বর্তমানে মুসলিম এলাকা থেকে মা কালীর জন্য মাটি উত্তোলন করা হয় বিশাল ধর্মীয় শোভাযাত্রার মাধ্যমে। আর এই শোভাযাত্রাকে ঘিরে থাকে আরামবাগ মহকুমার বহু পুলিশ বাহিনী। মুসলিম এলাকা থেকে মাটি তুলে এনে মা কালীর মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হয়। তার পরবর্তী কালে ১২ বৈশাখ মায়ের মহা পুজোপাঠের সূচনা হবে। এই পুজোকে ঘিরে একাধিক গল্প কথা, নানান লোকবিশ্বাস। কারও মতে ছ'শো থেকে সাতশো বছরের প্রচীন পুজো সিংহবাহিনী কালী নামেই পরিচিত। সে সময় ঘন জঙ্গলে ঘেরা জায়গায় যোগীরা কালী সাধনা করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৎকালীন সময়ে জঙ্গলঘেরা সাহাবাগের তারাল এলাকায় সেখানে এক যোগীপুরুষ মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে মা কালীর যোগ সাধনা শুরু করেন। পবিত্র স্থান শক্তি পীঠে পরিণত হয়। পাশাপাশি মা কালীর পুজোপাঠ চলে বাকরচকে। এই পুজোর জন্য তৎকালীন সময়ের মানুষ যোগ সাধনার স্থল

থেকে মাটি এনে পুজোপাঠ শুরু করে। প্রাচীনকালে ওখানে হিন্দু বসবাস করতেন। কালের নিয়মে হয়তে ।ওই এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন বসবাস শুরু করে। কিন্তু রীতি মেনে মুসলমান এলাকা থেকে মায়ের মূর্তি গড়ার জন্য মাটি তোলা হয়।

এই বিষয়ে সিংহবাহিনী মা কালীর সেবাইত গুরুদাস ভট্টাচার্য জানান, বেলগাছ ও বট গাছ ছিল। তবে প্রাচীনকাল থেকেই ওখানের জায়গাটা সুরক্ষিত রাখা ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধন আছে। সেইমতো আজও দুই সম্প্রদায়ের মানুষজন সম্প্রীতি বজায় রেখে আসছে। ১৩ বৈশাখ মহাপুজো ও মহিষবলি, ১৪ বৈশাখ নরনারায়ণ সেবা ও মহা পুজোপাঠ। এরপর ১৫ দিন ধরে মেলা চলবে। এই পুজো পাঁচ বছর অন্তর হয়। আসলে এ পুজোর বিশেষত্ব সম্প্রীতিতে। এই কালীপুজোর সঙ্গে পুজো হয় একাধিক মূর্তির। মূল মূর্তি মা কালীর। এ বছর মূল মূর্তির সঙ্গে পুজো হবে ৬০-৬৫টি প্রতিমা।

গ্রামবাসীদের দাবি, কালী মাহাত্ম্য এখন দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পুজোর রাতে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চণ্ডীগড় থেকেও ভক্তরা আসেন মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্য। এদিন এসডিপিও, আইসি ও তিন থানার ওসির নেতৃত্বে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

বিপুল ফেনসিডিল সহ ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে মালদা টাউন স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল সহ তিন বিহারী পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ফেনসিডিল। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপির আইসি প্রশান্ত রায়। বুধবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করে জিআরপি।

মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে বালুরঘাট যাওয়ার জন্য বিহারের ওই তিনজন পাচারকারী এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ধরার অপেক্ষা করছিল। তিনজনের কাছে তিনটি বড় মাপের ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগের মধ্যেই ফেনসিডিলের বোতলগুলি লুকানো ছিল। কিন্তু বালুরঘাট যাওয়ার ট্রেন ধরার আগেই জিআরপির কাছে গোপন সূত্রের খবর আসে এই ফেনসিডিল পাচারের বিষয়ে। তারপরেই অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক ওই তিনজনকেই আটক করা হয় । তাদের জেরা করেই ৯০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হয়েছে।

মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপির আইসির প্রশান্ত রায় বলেন, প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে এই ফেনসিডিলগুলি বালুরঘাটে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানকার হিলি বা আশপাশের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল এই দুষ্কৃতীরা। ধৃত তিনজনের বাড়ি বিহারের কাটিহারে। তদন্তের স্বার্থে আপাতত ওই তিনজনের নাম জানানো হচ্ছে না। এই ঘটনায় আরও পাচারকারীরা যুক্ত থাকতে পারে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

আদিবাসী গ্রামের এক বাড়িতে খেলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে একটি সংস্থা। ওই সংস্থার আমন্ত্রণে বুধবার আউশগ্রামের শুখাডাঙা গ্রামে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আদিবাসী অধ্যুষিত শুখাডাঙা গ্রামে একটি বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সারেন। গ্রামে ঘুরে স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় রাজ্যপালের কাছে বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরলেন শুখ ডাঙা গ্রামের বাসিন্দারা।

রাস্তাঘাট বেহাল, পানীয় জলের অভাবের পাশাপাশি সরকারি আবাস যোজনায় অনুদান না পাওয়ার কথা রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরলেন শুখ ডাঙা গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা। তাদের কাছে সমস্ত কথা শুনে রাজ্যপাল তাদের অভিযোগের কথা লিখিত ভাবে জমা দেওয়ার জন্য বলেন। পাশাপাশি আশ্বাস দেন সমস্ত অভাব অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। এদিন রাজ্যপাল শুখাডাঙা গ্রামের মোড়ে প্রথমে অনুষ্ঠান মঞ্চে আসেন। কিছুক্ষণ অনুষ্ঠান পর্ব চলে। তারপর শুখাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা নারান সোরেনের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সারতে আসেন। তবে ভাত খাননি। ফল ও পিঠে খান। তারপর গ্রামের রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় স্থানীয় মহিলারা রাজ্যপালের কাছে অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরেন।

জানা গিয়েছে আউশগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শুখাডাঙা গ্রামের যিনি পঞ্চায়েত সদস্য মদন হাঁসদা সিপিএমের প্রতীকে নির্বাচিত। তাঁর অভিযোগ, তাদের গ্রাম থেকে বিরোধী দল জেতায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত তাদের তিনজন বিরোধীদলের সদস্যদের কোনও বৈঠকে ডাকেন না। তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতেও চান না।

রাজ্যপাল জানিয়েছেন, গ্রামে এসে তার খুব ভালো লেগেছে। বহু অধিবাসী মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তাদের অভাব অভিযোগ শুনেছেন। বহু মানুষ তাদের বেশ কিছু সমস্যার কথা তাকে বলেছেন। দেখার প্রধানমন্ত্রী সর্বদা আদিবাসীদের পাশে আছেন তাই তাদের জন্য যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি করেছেন। তার মাধ্যমে তারা উপকৃত হোচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। এলাকার বেশ কয়েকজন বিরোধী দলের নেতারা তার কাছে বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন সেই বিষয়ে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের এক মাসের মধ্যে বিশ্বরেকর্ড! ভারতের মহিলা দলের নতুন তারকা প্রতীকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতীকা রাওয়ালের অভিষেক গত ২২ ডিসেম্বর। প্রথম ম্যাচ থেকেই ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন ২৪ বছরের ওপেনিং ব্যাটার। বুধবারের আগে পাঁচটি ম্যাচের তিনটি অর্ধশতরান করেছিলেন। এ দিন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে মহিলাদের এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শতরান করলেন। স্মৃতি মন্ধানার ৮০ রানে ১৩৫ রানের ইনিংসের পাশে উজ্জ্বল প্রতীকার ১২৯ বলে ১৫৪ রানের ইনিংস। প্রথম উইকেটের জুটিতে তাঁরা ২৬.৪ ওভারে তুললেন ২৩৩ রান।

ছ'টি এক দিনের ম্যাচ খেলার পর প্রতীকার রান ৪৪৪। এক বারও অপরাজিত না থেকেও গড় ৭৪। স্ট্রাইক রেট ৯৫.৬৮। প্রতীকার এই সাফল্যে তৈরি হয়েছে নতুন বিশ্বরেকর্ডও। তিনিই বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার, যিনি প্রথম ছ'টি এক দিনের ম্যাচ খেলে ৪০০ বা তার বেশি রান করেছেন। এই বিশ্বরেকর্ড শুধু মহিলাদের ক্রিকেটে নয়। পুরুষদের ক্রিকেটেও এমন কৃতিত্ব নেই কারও। ভেঙে দিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের টম কুপারের বিশ্বরেকর্ড। তিনি প্রথম ছ'টি এক দিনের ম্যাচ খেলে করেছিলেন ৩৯২ রান। এক দিনের ক্রিকেটে ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রতীকার ১৫৪ রানের ইনিংস তৃতীয় সর্বোচ্চ। তাঁর আগে রয়েছে দীপ্তি শর্মার ১৮৮ এবং হরমনপ্রীত কৌরের ১৭১ রানের অপরাজিত ইনিংস।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাজকোটের ২২ গজে প্রতীকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারও বোধ হয় সমাধান করে ফেললেন। মহিলাদের সাদা বলের ক্রিকেটে ওপেনিংয়ে মন্ধানার যোগ্য সঙ্গীর খোঁজ চলছিল দীর্ঘ দিন ধরে। অনেককে চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ কেউ বিক্ষিপ্ত ভাবে সাফল্য পেলেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। এক মাসও হয়নি মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছেন। মাত্র ছ'টি ম্যাচ খেললেও সাফল্য এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগোচ্ছেন।

আইরিশদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে ৫২ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর দলের ইনিংস গড়ার দিকে মন দিয়েছেন প্রতীকা। দলের স্বার্থে খেলেছেন। আগ্রাসী মেজাজে থাকা মন্ধানাকে যতটা সম্ভব বেশি বল খেলার সুযোগ দিয়েছেন। দলের রান তোলার গতি কমে যেতে দেননি। ২২ গজের এক দিক আগলে রেখে পরিণতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শতরান পূর্ণ করেছেন ১০০তম বলে। তার পর কিছুটা আগ্রাসী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। মাথা ঠান্ডা রেখে খেলতে পারা প্রতীকার অন্যতম বড় গুণ।

হরিয়ানার প্রেম নগরের বাসিন্দা প্রতীকা গত বছর পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন দিল্লির হয়ে। এখন তিনি রেলের ক্রিকেটার। ১০ বছর বয়সে ক্রিকেট খেলা শুরু বাবা প্রদীপ রাওয়ালের হাত ধরে। তিনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নথিভুক্ত আম্পায়ার। পরে শ্রবণ কুমারের কাছে প্রথাগত ভাবে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। ক্রিকেট ছাড়া বাস্কেটবলেও দক্ষ প্রতীকা। ২০১৯ সালে জাতীয় স্কুল গেমসে বাল ভারতী স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্কুলের হয়ে জেতেন সোনার পদক। ছোট থেকে খেলা পাগল হলেও পড়াশোনাকে কখনও অবহেলা করেননি। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ৯২.৫ শতাংশ নম্বর। দিল্লির জেসাস অ্যান্ড মেরি কলেজে থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক প্রতীকার লক্ষ্য এখন ভারতীয় দলে জায়গা পাকা করা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে দলকে ভরসা দেওয়া প্রতীকা কি পারবেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের প্রতীক হয়ে উঠতে?

ভবিষ্যৎ উত্তর দেবে ক্রিকেটার প্রতীকা কতটা এগোতে পারবেন। তবে বুধবার তাঁর এবং মন্ধানার দাপটে আইরিশেরা তৃতীয় ম্যাচে হারল ৩০৪ রানে। প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ৪৩৫ রান করে ভারত। রিচা ঘোষ করেন ৪২ বলে ৫৯। জবাবে ৩১.৪ ওভারে ১৩১ রানে শেষ হয়ে যায় সফরকারীদের ইনিংস। সরা ফোর্বস (৪১) এবং ওরলা প্রেনডারগাস্ট (৩৬) ছাড়া কেউই বলার মতো রান করতে পারেননি। ভারতের সফলতম বোলার দীপ্তি শর্মা ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ৩১ রানে ২ উইকেট তনুজা কানওয়ারের।

বারবার ক্ষমতার অপব্যবহার? অভিযুক্ত গম্ভীর, ক্ষুব্ধ বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে রোহিত শর্মা, সরফরাজ খানদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচ নিজেও রয়েছেন অভিযুক্তের তালিকায়। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্তারা।

অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফিরে ভারতীয় বোর্ডের রিভিউ বৈঠকে একাধিক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন গম্ভীর। কারও পারফরম্যান্স, কারও আচরণ বা মানসিকতা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ভারতীয় দলের কোচ। ব্যর্থতায় দায় ক্রিকেটারদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেও স্বস্তিতে থাকতে পারছেন না গম্ভীর। তাঁর আচরণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তিনিও রয়েছেন বিসিসিআইয়ের আতসকাচের তলায়।

ক্রিকেটারদের নানা নিয়মে বাঁধার চেষ্টা করছেন বোর্ড কর্তারা। ছাড় পাননি গম্ভীরও। তাঁকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স হতাশজনক। দলকে সাফল্যের রাস্তা দেখাতে ব্যর্থ কোচ একাধিক বার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। ব্যক্তিগত সহকারীকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের জন্য বরাদ্দ গাড়িতে সেই সহকারীর যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন গম্ভীর। এ ছাড়াও অ্যাডিলেড টেস্টে বোর্ডের পদাধিকারীদের জন্য নির্দিষ্ট বক্সেও সেই সহকারীর বসার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে সব জায়গায় ক্রিকেটার এবং দলের কোচেরা ছাড়া কারও থাকার কথা নয়, তেমন কিছু জায়গাতেও সেই সহকারীকে দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। যা প্রধান কোচের অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সহকারীর জন্য গোটা সফরে গম্ভীর এমন নানা অনিয়ম করেছেন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে। বার বার এমন প্রোটোকল ভাঙার বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি বোর্ডের অধিকাংশ কর্তাই। রিভিউ মিটিংয়ে গম্ভীরের কাছে এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতীয় দলের কোচ থাকার কথা গম্ভীরের। তবে তার অনেক আগেই তাঁর চাকরি যেতে পারে। ভারতীয় দলের বেহাল পারফরম্যান্স এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে গম্ভীরকে খুশি নন বোর্ডের অধিকাংশ কর্তা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত ভাল কিছু করতে না পারলে ছাঁটাই করা হতে পারে তাঁকে। রিভিউ বৈঠকে তেমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বড় কোনও পরিবর্তন চান না বোর্ড কর্তারা। তার পর পর্যালোচনা করা হবে কোচ গম্ভীরের পারফরম্যান্স। গম্ভীরের জমানায় শ্রীলঙ্কার কাছে এক দিনের সিরিজ হেরেছে ভারত। ১০টি টেস্টের মধ্যে ছ'টিতে হার। এর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভারত ব্যর্থ হলে, তাঁকে নাও রাখা হতে পারে। আগামী জুন মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নতুন কাউকে দেখা যেতে পারে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে।

ফেডেরারের নজির ভাঙলেন জোকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বুধবার জিতলেন নোভাক জোকোভিচ এবং কার্লোস আলকারাজ। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁদের মুখোমুখি সাক্ষাতের সম্ভাবনা আরও জোরালো হল। জোকোভিচ তৃতীয় রাউন্ডে উঠে ভেঙে দিয়েছেন রজার ফেডেরারের নজির। অন্য দিকে, ৮১ মিনিটে জিতে নিজের নতুন নাম রেখেছেন আলকারাজ।

এত দিন পর্যন্ত গ্র্যান্ড স্ল্যাম সবচেয়ে বেশি ৪৩০টি জয়ের নজির ছিল ফেডেরারের। এ দিন পর্তুগালের হাইমে ফারিয়াকে ৬-১, ৬-৭, ৬-৩, ৬-২ গেমে হারিয়ে সেই নজির ভেঙেছেন জোকোভিচ। পাশাপাশি ১৭ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। ফেডেরারের নজির ভেঙে নিজেকে ভাগ্যবান বলেছেন জোকোভিচ। একই সঙ্গে টেনিসে গ্র্যান্ড স্ল্যামের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেছেন।

জোকোভিচের কথায়, আমি খেলাটাকে খুব ভালবাসি। এই প্রতিযোগিতাটা ভালবাসি। তাই প্রতি বার নিজের সেরাটা দিই। ২০ বছর ধরে গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলছি। জিতি বা হারি, সব সময়েই নিজের হৃদয় উজাড় করে খেলি।

সার্বিয়ার খেলোয়াড়ের সংযোজন, গ্র্যান্ড স্ল্যামই আমাদের খেলার মূল স্তম্ভ। খেলাটার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় কিছু নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে গ্র্যান্ড স্ল্যামই। আমার প্রথম দেখা টেনিস খেলা ছিল উইম্বলডন ফাইনাল। ১৩০ বছর ধরে এই খেলাটা রয়েছে। আজ একটা নজির গড়তে পেরে তাই আমি ভাগ্যবান।

এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে চার সেট খেলতে হল জোকোভিচকে। প্রথম রাউন্ডে নিশেষ বাসবরেড্ডিকে হারাতেও চারটি সেট খেলতে হয়েছিল তাঁকে। তবে এ বার তিনি হেরেছেন দ্বিতীয় সেটে। তা সত্ত্বেও তিন ঘণ্টায় ম্যাচ পকেটে পুরেছেন। ফারিয়ায় সার্ভ এবং শক্তিশালী ফোরহ্যান্ডের প্রশংসা করেছেন জোকোভিচ।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সহকারী বিডিও-র গাড়ি পিষল তিন নাবালিকাকে

দেরাদুন, ১৫ জানুয়ারি: মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর সময়ে দুর্ঘটনা। তিন নাবালিকাকে পিষে দিল সহকারী বিডিও-র গাড়ি। এক জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য দুই কিশোরী গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল জেলার কোটাবাগ ব্লকের ঘটনা। অভিযুক্তের নাম ভূপেন্দ্র সিং। তিনি কোটাবাগের সহকারী ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (এবিডিও) হিসাবে কর্মরত। বুধবার কোটাবাগ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারির খবর জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, কোটাবাগের নাথুনগর গ্রামের বাসিন্দা ১৭ বছরের কনক বোরা। বোন মাহি বোরাকে (১৪) নিয়ে সে উত্তরায়নীর মেলা দেখতে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল ১৫ বছর বয়সি মমতা ভান্ডারিও। তিন নাবালিকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময়ে পিছন দিক থেকে তাঁদের ধাক্কা মারে এবিডিও-র গাড়ি।

দুর্ঘটনার পরে তিন জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে সেখান থেকে তাদের পাঠানো হয় অন্য হাসপাতালে। সেখানে মাহিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। কনক এবং মমতার অবস্থাও আশঙ্কাজনক, জানিয়েছেন কোটাবাগ থানার ইনচার্জ রমেশচন্দ্র পন্থ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, তিন নাবালিকাকে পিষে দেওয়ার পরে ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত। পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলে। গ্রেপ্তারির পর তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছিল। সেখান থেকেই পুলিশ নিশ্চিতভাবে জানতে পারে, অভিযুক্ত মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। সেই অভিযোগ পেলে মামলায় প্রয়োজনীয় ধারা যোগ করবে পুলিশ।

ছত্তিশগড়ে ইডির হাতে গ্রেপ্তার প্রাক্তন মন্ত্রী

রায়পুর, ১৫ জানুয়ারি: মদ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ছিলেন। ছত্তিশগড়ে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন সেই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন আবগারি মন্ত্রী কাওয়াসি লখমা। ২,১৬১ টাকার মদ কেলেঙ্কারির তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট। কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তারিতে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, ক্ষমতায় এসেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে বিজেপি।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, দু-হাজার কোটি টাকার মদ কেলঙ্কারিতে মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী কাওয়াসি লখমা। রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন মন্ত্রী হিসাবে বেআইনি সুযোগ নেন তিনি। যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলে ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের 'কাটমানি' খাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার মতে, ছত্তিশগড় স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেড দ্বারা সংগ্রহ করা মদের প্রতিটি 'কেস'-র জন্য ডিস্ট্রিবিউটারদের কাছ থেকে ঘুষ সংগ্রহ করা হয়েছিল। আরও অভিযোগ, বেআইনি মদ বিক্রি হত খোদ রাজ্য সরকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতেই।

দিন দুই আগেই ইডি অভিযান চালায় রায়পুর, ধামদারি এবং সুকমা জেলার সাতটি জায়গায়। তার আগে গত ২৮ ডিসেম্বর ছয়বারের কংগ্রেস বিধায়ক ও মন্ত্রী লখমার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল ইডি।

লখমার ছেলে হরিশ এবং অন্য আত্মীয়দের বাড়িতেও অভিযান চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের গোয়েন্দারা। যদিও কংগ্রেসের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করছে বিজেপি।

বরখাস্ত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট গ্রেপ্তার

সিওল, ১৫ জানুয়ারি: বরখাস্ত হওয়া দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলকে গ্রেপ্তার করল সে দেশের পুলিশ। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তাঁকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা হলেও, বাধার মুখে পড়ে পিছু হটতে হয় দুর্নীতিদমন শাখাকে। অবশেষে বুধবার বাসভবন থেকে ইওলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় ইওলকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এর আগেও একবার তাঁর সরকারি বাসভবনে হানা দিয়েছিল পুলিশ এবং সে দেশের দুর্নীতি দমন শাখা। যদিও বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতে পারেনি তারা। ইওলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিয়োরিটি সার্ভিস (পিএসএস)-এর কর্মীদের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে। বুধবারও পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ান ইওলের নিরাপত্তারক্ষীরা। কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষের পর অবশেষে তাঁকে হেপাজতে নেয় পুলিশ।

যদিও ইওল দাবি করেন, তিনি সব সময়ই তদন্তকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন। তবে তাঁর এই গ্রেপ্তারি দেশে 'আইনের শাসন ভেঙে পড়া'র উদাহরণ বলেও মন্তব্য করেছেন ইওল। তাঁর আইনজীবী জানান, ইওল বুধবারই ব্যক্তিগত ভাবে দুর্নীতি তদন্ত অফিসে (সিআইও) হাজিরা দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তার আগে

ইওলকে এ ভাবে গ্রেপ্তার করা দেশবাসী ভালো ভাবে নেবেন না।

প্রসঙ্গত, দেশে সাময়িক ভাবে সামরিক আইন (মার্শাল 'ল) জারি করার কারণে ইওলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দক্ষিণ কোরিয়ার আদালত। গত ৩ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় ইওল জানান, তিনি সারা দেশে সামরিক আইন বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেন এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল তাঁকে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন ইওল।

তিনি জানান, উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনের মদতে ক্ষমতা দখলের ছক কষছেন বিরোধীরা। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল, দেশকে কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা দিতে এবং রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে নির্মূল করতে দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি করছেন। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, সামরিক আইন জারির মধ্যে দিয়ে দেশে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চেয়েছিলেন ইওল।

সামরিক আইন জারির কথা ঘোষণার পর থেকেই ইওলকে বরখাস্তের দাবি তোলেন বিরোধীরা। পার্লামেন্টে বরখাস্তের প্রস্তাবও আনেন তাঁরা। গত ১৪ ডিসেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটিতে বরখাস্তের দাবির পক্ষেই অধিকাংশ ভোট পড়ে।

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/NIT-064e/2024-2025 to NM/PWDT/NIT-066e/2024-2025 Tender ID :- 2025_MAD_801092_1, 2025_MAD_801110_1, 2025_MAD_801179_1, Type of Work :-** Building work, Boundary Wall work Bid Submission Start **Date:- 16-01-2025.** Bid Submission End Date:- **31-01-2025 at 5:00 PM. N.B. :** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
Sd/-Chairman
Nabadwip Municipality

E-TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O-Paschim Dogachhi, Nadia. **NIET NO. 280/2024-25 & 291/2024-25,** Last date of submission accordingly **14.01.25 up to 10a.m. & 15.01.25 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- II Gram Panchayat.

Office of the Executive Officer
Chanditala- II Panchayat Samity
Chanditala, Hooghly
এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে, NIT REF NO- 21/ CH-II PS/ 2024-25 DT. 14.01.2025 (Tender ID:-2025_ZPHD_800760_1 to 2) এবং 20/CH-II BDO/2024-25 DT. 08.01.2025 (Tender ID:-2025_ZPHD_797075_1 to 2) তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে **www.wbtenders.gov.in** এ Login করুন বা চন্ডিতলা ২ নির্বাহী আধিকারিক অফিসে যোগাযোগ করুন
স্বা/-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: **gpbasubatisingur@yahoo.in**
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 3 nos. development work under **Fund 15th FC** vide **NIeT No-005/BGP/2025, Dt.-14/01/2025.** Bid submission closing : **21/01/2025 at 11.00 AM.** Tenders have been published and for detail information visit our G.P. Office. **Sd/- Prodhan**
Basubati Gram Panchayat

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:- 06/2024-25 Memo No: 1415/GM
Dated: 15.01.2025
1st Call for N.I.e.T 06/2024-25 is invited by this Municipal Authority for 02 nos. development works under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders is on **04.02.2025 up to 12.00 Noon.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 10/2024-25 & 11/2024-25
Publishing & Submission Start Date: **15.01.2025 from 3.00PM**
Bid Submission Closing Date: **25.01.2025 up to 5.00 PM**
Bid Opening Date: **28.01.2025 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-21/2024-25, Sl. 1, Date- 15.01.2025. Bid Submission Start Date : **16.01.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **22.01.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **24.01.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

E-TENDER
E-Tender invited by Prodhan, Bhaluka Gram Panchayat (under Krishnagar-I Panchayat Samiti), P.O. Bhaluka, Dist. Nadia. **NIT No. 08/ Bhaluka/15th CFC (tied)/ 2024-25 dt. 15.01.2025, vide Memo No. 09/Bhaluka GP/ 2025 dt. 15.01.2025.** Last date of Application **22.01.2025** and Last Date of submission **22.01.2025 at 5.00 P.M.** (Closing time may be changed as per server slot) of E-Tender. Date of Published on **16.01.2025.** For details please contact to the office or visit: **htt://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat

e-NIQ No. SFDC/MD/NIQ - 01(e)/2024-25
SFDC Ltd. Invites quotation from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work "Supply of 6 (six) nos. Paddle Boats along with security gear to promote eco-tourism and awareness about pisciculture activities at Nalban Food Park, Salt Lake -700091". Last date of (online) bid submission on **27/01/2025 up to 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **29/01/2025 at 4.00 p.m.** For details please visit our **website www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৩০৮_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডানকুনি-র অধিক্ষেত্রে এসএসই/ ওয়ার্কস/ডানকুনি-র অধীনে ভট্টনগরে ৫নং লাইনের পুনর্নির্মাণ ও ট্র্যাকের সুরক্ষা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮,৫৭,৮০,৪৮৯.৪১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫,৭৮,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-543/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/BIR/ MAY1/ KAN/ 35/2024-25 dated 15/01/2025** bid submission date is **16/01/2025 from 5:00 PM** onwards to Last date **27/01/2025 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Kanachi Gram Panchayat
PO-Katigram, Dist- Birbhum

NIT NO-30/SPS/EN/2024-2025, Memo No-35/1(54) EN/SPS, Date -13/01/2025
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing-**13/01/2025 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **13/01/2025 18:00 hours To 20/01/2025 14:00 hours,** Period and time of submission Bids: From- **13/01/2025 18:00 hours To 20/01/2025 14:00 hours,** Date for opening Technical Bid/Bids: **22/01/2025**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-হাওড়া পৌর নিগম এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৬ (ছয়) টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম তারিখ পর্যন্ত জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ১৩.০১.২০২৫, সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ০৪.০২.২০২৫, সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**
১৪৫(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
১৫.১.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

মুছে যাচ্ছে কি মধ্যবিত্ত ? অর্থনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত ভারত

বিপ্লব চৌধুরী

উপার্জন ও ধনসম্পদের নিরিখে ভারতে বৈষম্যের মাত্রা দৃষ্টিকটুভাবে খারাপ। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে শুধুমাত্র যে দারিদ্র্য দূরীকরণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাই নয় এই বৈষম্য দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপন্থীও বটে । এদিকে ভারত সরকারের নীতি আয়োগ বিশ্বাস করে ভারতে দারিদ্রসীমার নিচে কেবলমাত্র ৫ু মানুষই রয়েছেন। কতটা হাস্যকর ও অযৌক্তিক এই তথ্য ! কারণ যদি তাই হয় তবে কেন ভারত সরকার দুই তৃতীয়াংশ ভারতীয়দের বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করত বাধ্য হচ্ছে ? আসলে আয়ের বৈষম্যতা ও দারিদ্রতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যত এক শ্রেণির মানুষেরা ধনী হচ্ছেন ঠিক তত বিশাল সংখ্যক মানুষদের দারিদ্র্যতায় দিন কাটাতে হচ্ছে । এর কারণ দেশের উপার্জন ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনে ত্রুটি ও সরকারের সুনির্দিষ্ট মানবিক জাতীয় নীতির অভাব। ধন-সম্পদের বন্টনে নজিরবিহীন বৈষম্যের মুখে সারা পৃথিবী । বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যার কাছে অর্থাৎ প্রায় ৩৬০ কোটি মানুষের কাছে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি রয়েছে, মাত্র ৮ জন ধনকুবেরের কাছেই এই মুহূর্তে সেই পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে। ভারতে এই বৈষম্য আরও প্রবল। ভারতীয় জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৯০ কোটি মানুষের কাছে যে পরিমাণ ধনসম্পত্তি রয়েছে , মাত্র ৫৭ জন ধনকুবেরই এখন সেই পরিমাণ সম্পত্তির মালিক। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে দেশের সেরা ধনী ১ু মানুষের কাছে ২২ু এবং সেরা ১০ু এর হাতে জাতীয় আয়ের ৫৭ু রয়েছে। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দেশের ধনকুবেরদের নানাবিধ কর ছাড়ের সুযোগ এবং 'স্পেশাল স্ট্যাটাস' দেওয়ার ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে ধনীর সাথে গরীব ও মধ্যবিত্তদের ফারাকটা দিন দিন বিশ্রীভাবে বাড়ছে । বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবীদ টমাস পিকেটি, লুকাস চান্সেল এবং নীতিন কুমার ভারতীর অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪- ২০১৫ সাল থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে ভারতে বিলিয়নেয়ারদের সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা যেতে পারে তাদের স্বর্ণযুগ চলছে। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের কাছে সিংহভাগ অর্থ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। চলতি বছর ২০২৪ সালে ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাবের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বিলিয়নেয়ারদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৭১, তার মধ্যে ২০২৩ সালে ৯৪ জন ধনকুবের যুক্ত হয়েছেন এই তালিকায়। অপরদিকে দেশের প্রান্তিক দরিদ্র মানুষদের অনাহারে দিন কাটানো থেকে শুরু করে অপুষ্টি, অশিক্ষা, এবং অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তাদের দুর্দশার চিত্র। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ২.৫০ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারীরা অর্থাৎ যাদের মাসিক আয় ২০ থেকে ৮০ হাজার টাকার মধ্যে তাঁরা হলেন মধ্যবিত্ত। এবার আসি কিভাবে মুছে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সেই কথায় । বিগত চল্লিশ বছরের দেশে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার, সন্তান-সন্ততিদের উচ্চশিক্ষার খরচ, অসুখ বিসুখ ও দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা জনিত খরচ, বাসস্থানের বন্দোবস্ত, ইএমআই - এর চাপ, ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে রীতিমতো নাজেহাল ও প্রতিনিয়ত হিমসিম খেতে হচ্ছে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের। এর ফলে তাঁরা মধ্যবিত্ত স্ট্যাটাস থেকে নেমে যাচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। ২০২০ সালের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ভারতে ৫০ু জনসংখ্যা দৈনিক ২২৫ টাকার কম আয়ে দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছে । সিআরআইএসআইএল - এর তথ্য অনুযায়ী ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভয়ানক ভাবে ক্রমশ দারিদ্র্যতার দিকে নেমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মোকাবিলা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বেকার সমস্যা দূরীকরণে জোড় দেওয়া, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ছোটো ও মাঝারি শিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে চাঙ্গা করতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থ সাহায্য করা , অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরি ধার্য্য করা উল্লেখযোগ্য । সরকারের উচিত কর আরোপের আগের আয় ও কর বাদ দেওয়ার পর পড়ে থাকা মূল আয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া ও বিশেষ করে দেশের মোট আয় এবং ব্যক্তির নিজস্ব আয়ের মধ্যে বৈষম্য মোকাবিলায় বিশেষ যত্নবান হওয়া। এছাড়াও সামাজিক জনকল্যাণ মুলক ক্ষেত্রে বিশেষত দেশের স্বাস্থ্যকাঠামো উন্নত করা, শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের ও মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অত্যাধিক ফিস কাঠামোকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধকালীন ভাতা সহ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের মাসিক আর্থিক সাহায্য করা, কম আয়ের মানুষদের জন্য সাধ্যের মধ্যে সরকারি আবাসের ব্যবস্থা করা, খাদ্য সুরক্ষা ও খাদ্য বন্টনে সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কৃষিঋণ মুকুব করা ও তাদের কৃষি বীমার আওতায় আনা এবং তাদের ফসল বীমার সুবিধা প্রদান করা, উৎপন্ন ফসলের যেন নায্য এমএসপি কৃষকরা পান তার ব্যবস্থা করা- এই সব বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। তবেই দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে এবং দেশে সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে।

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক

ফিক্সড ডিপোজিটে নিয়ে এল আকর্ষণীয় এক সুদের হার

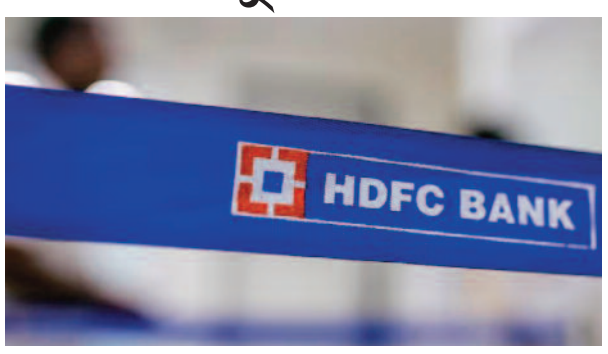

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের বেসরকারি ব্যাঙ্কের তালিকায় অন্যতম এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। এখ ানে তারা ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে বরাবর ভাল সুদের হার দিয়ে থাকে। আর এবার তারা সেই ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার তারা আরও বাড়ল। সুদের হার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য হল ৭.৯ শতাংশ। জেনারেল সিটিজেনরা পাবেন ৭.৪ শতাংশ।

৩ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত এই সুদের হার রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। তাদের সুদের হার দেখলে দেখা যাবে ৭ থেকে ২৯ দিনের জন্য রয়েছে ৪.৭৫ শতাংশ। ৩০ থেকে ৪৫ দিনের জন্য সুদের হার রয়েছে ৫.৫০ শতাংশ। ৪৬ থেকে ৬০ দিনের জন্য সুদের হার রয়েছে ৫.৭৫ শতাংশ। ৬১ থেকে ৮৯ দিনের জন্য সুদের হার রয়েছে ৬ শতাংশ করে।

৭ দিন থেকে ১০ বছরের জন্য সুদের হার রয়েছে ৩ শতাংশ থেকে শুরু করে ৭.৯০ শতাংশ। ৫ বছরের জন্য যদি ফিক্সড ডিপোজিট করেন তাহলে সুদের হার রয়েছে ৭ শতাংশ করে। এই সুদের হার রয়েছে জেনারেল সিটিজেনদের জন্য। অন্যদিকে সিনিয়র সিটিজেনরা পাবেন ৭.৫০ শতাংশ হারে সুদ।

এই ব্যাঙ্ক তাদের মার্জিনাল কস্ট এফ লেন্ডিং রেটেও বেশ খানিকটা পরিবর্তন করেছে। ৭ জানুয়ারি থেকে সুদের হার রয়েছে ৯.১৫ শতাংশ থেকে শুরু করে ৯.৪৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এই হিসাবে ১ মাসের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.১৫ শতাংশ। ৩ মাসের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৩০ শতাংশ। ৬ মাসের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৪০ শতাংশ। ১ বছরের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৪০ শতাংশ। ২ বছরের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৪৫ শতাংশ। ৩ বছরের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৪৫ শতাংশ।

নতুন বছর থেকে যারা বিনিয়োগের কথা ভাবছেন তাদের কাছে এই ধরণের অফার যথেষ্ট লাভের হতে পারে। যদি এখানে বিভিন্ন অফার সম্পর্কে জেনে নিয়ে কাজ করতে পারেন তাহলে ঘরে মুনাফার টাকা ঢুকবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে গিয়ে ভাল করে জেনে নিয়ে তবেই সেখানে বিনিয়োগ করবেন।

বাণিজ্য

আপনি কি গৃহবধূ ? আপনিও এখন উপযুক্ত পার্সোনাল লোনের জন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: যারা গৃহবধূ তাদের জন্য সুখবর। এবার থেকে তারাও পার্সোনাল লোন পাবেন দ্রুত। এতদিন ধরে যারা শুধু ঘর সামলে এসেছেন তারা এবার মাথা উঁচু করে থাকতে পারবেন। যে টাকা পার্সোনাল লোন হিসাবে নেবেন সেটা তাদের নানা কাজে তারা ব্যবহার করতে পারবেন। যারা মনে করেন ঘর সামলানো অতি সহজ একটি কাজ তারা এটা মনে রাখবেন যে এটি জীবনের একটি কঠিন কাজ।

কীভাবে গৃহবধূরা পার্সোনাল লোন পাবেন তার একটি হিসাব দেখ ানো হল। এখানে গৃহবধূরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে লোন শোধ করতে পারবেন। ফলে তাদের লোনের পরিমানও হবে খুব বেশি নয়। যদি সঠিকভাবে ব্যাঙ্কে গিয়ে তথ্য দিতে পারেন তাহলে অতি সহজেই পেয়ে যাবেন পার্সোনাল লোন।

এখানে পার্সোনাল লোনের জন্য

সুদের হার কম থাকে। এরফলে তারা অতি সহজেই সেই লোন শোধ করতে পারেন। এখানে লোনের প্রসেসিং ফি অনেকটাই কম থাকে। ফলে অতি দ্রুত কাজটি শেষ হয়ে যায়। যাদের সেই মহিলা তার কোনও সম্পদ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত না করেন সেদিকেও নজর রাখা হয়। একবার যদি লোন পাস হয়ে যায় তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে লোন আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যেতে পারে।

গৃহবধূরা পার্সোনাল লোনের জন্য সাধারণ কয়েকটি কাগজ জমা দিতে পারেন। নিজের পরিচয়পত্র, আধার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, ঠিকানার প্রমাণপত্র দিলেই সহজে লোন পাস হয়ে যায়।

নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে গিয়ে লোনের জন্য আবেদন করুন। দ্রুত যাতে নিজের পার্সোনাল লোনটি পাস হয়ে যায় সেদিকে সবভাবে তৈরি থাকুন। ব্যাঙ্কের চাহিদামতো সমস্ত কাগজ জমা দিয়ে দিন। এরপরই দেখবেন দ্রুত আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে গেছে।

লোন শোধ করার জন্য সুদের হার কত হবে সেটা ভাল করে দেখে নিন। যাতে আপনার বাজেটের মধ্যে থাকে সেদিকে নজর রাখুন। চেষ্টা করুন যাতে প্রথমবারেই লোনটি পাস হয়ে যায়। তাহলে আপনার ক্রেডিট স্কোর ভাল থাকবে। দ্রুত শোধ করে দিলে ফের লোনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। লোন নেওয়ার আগে ব্যাঙ্কের সমস্ত কাগজ ভাল করে দেখে নিন।

মন্দার বাজারকে পথ দেখাচ্ছে আইটি সেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিনের শুরুতে শেয়ার বাজার নিচের দিক থেকে শুরু হলেও বেশ কয়েকটি সেক্টরে ভাল ফল লক্ষ্য করা গেল। এদিন দিনের শুরুতে সেনসেক্স ২৮৪.৯২ পয়েন্ট নিচের দিকে চলে যায়। অন্যদিকে নিফটি ফিফটিও কম দিয়েই তার খাতা শুরু করে। সেখানে কমের হার ছিল ১০৬.৩০ পয়েন্ট।

তবে শুক্রবার বেশ কয়েকটি আইটি সেক্টরে ভাল ফল লক্ষ্য করা গিয়েছে। দেশের প্রথম সারির আইটি স্টক মার্কেটে এই উন্নতি কিছুটা হলেও নিচের দিকে যাওয়া কমিয়েছে। এদিন বাজার খোলার পর টিসিএস স্টক ৫ শতাংশ উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। টিসিএস বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে সেখান থেকে তাদের এই ভাল হার যথেষ্ট নিশ্চিন্ত করেছে বিনিয়োগকারীদের।

ডিসেম্বর কোয়ার্টারে দেশের

আইসি সার্ভিসের প্রধান টিসিএস ১২ শতাংশ হারে মুনাফা করেছে। ডিসেম্বর মাসে তাদের টাকার পরিমান ছিল ১২ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। এই টাকার পরিমান বিনিয়োগকারীদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন টিসিএস যেভাবে আইটি সেক্টরকে ধরে রেখেছে তাতে বাজারের পরিস্থিতি খানিকটা হলেও বদলাবে। এর সঙ্গে তাল রেখে টিসিএস ৪.৪০ শতাংশ হারে লাভ করেছে। পাশাপাশি লারসেন অ্যান্ড টার্বো ইনফোটেক হারিয়েছে ৩.৫০ শতাংশ।

টেক মাহিন্দ্রা দিনের শুরুতে ভাল লাভ করেছে। তারা ২.৩৪ শতাংশ হারে এগিয়েছে। অন্যদিকে উইপ্রো এগিয়েছে ১.৯৭ শতাংশ। পারসিসটেন্ট সিস্টেম পেয়েছে ১.৫৮ শতাশ এবং এমফাসিস ১.৩১ শতাংশ হারে উপরের দিকে উঠেছে। ইনফোসিস সারাদিন ১.১৩ শতাংশ হারে উপরের দিকে ওঠার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি এইচসিএল টেকনোলজি পেয়েছে ০.৭৭ শতাংশ। সবমিলিয়ে নিফটি আইটি ইনডেক্স উপরের দিকে উঠেছে ২.০৮ শতাংশ।

চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত শেয়ার বাজার নিচের দিকেই রয়েছে। ভাল কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি। প্রতিদিনই বাজার থেকে মুখ ব্যাজার করে ফিরছেন বিনিয়োগকারীরা। মুখ ভার শেয়ার বিশেষজ্ঞদেরও। তবে সপ্তাহের শেষ দিনে আইটি সেক্টর কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ফলে সেদিক থেকে দেখতে হলে আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকে বাজার কিছুটা হলেও ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক

সুপার সিনিয়র সিটিজেনরা পাবেন ৮.৫ শতাংশ সুদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমে বেশ কয়েকটি নতুন ধরণের পরিবর্তন এনেছে। সুপার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য এবার তারা নিয়ে এল আইডিবিআই চিরঞ্জীবি সুপার সিনিয়র সিটিজেন ফিক্সড ডিপোজিট। যাদের বয়স ৮০ বছর বা তার বেশি তারা এখানে নিজের টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন।

এখানে ৫৫৫ দিনের জন্য যদি টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে সুদের হার পাবেন ৮.০৫ শতাংশ। এছাড়াও যদি ৩৭৫ দিনের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সুদ পাবেন ৭.৯০ শতাংশ সুদ। ৪৪৪ দিনের জন্য যদি বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সুদ পাবেন ৮ শতাংশ হারে সুদ। ৭০০ দিনের জন্য যদি বিনিয়োগ করেন তাহলে সুদ পাবেন ৭.৮৫ শতাংশ।

এখানে বিনিয়োগ করতে হলে ৮০ বছর বা তার বেশি বয়স হতে হবে। যেকোনও সময় টাকা তুলে নেওয়ার সুবিধা থাকে এই ফিক্সস ডিপোজিট স্কিমে। বছরের বিশেষ সময়তেই বিশেষত উৎসবের সিজনে এই স্কিম চালু থাকে। বছরের অন্য সময় এর সুবিধা নিতে পারবেন না।

দেশের প্রতিটি ব্যাঙ্ক নিজের মতো করে সুদের হার দিয়ে থাকে। সেখানে এসবিআই থেকে শুরু করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সকলেই যুক্ত থাকেন। তবে সরকারি ব্যাঙ্কের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিও অনেক সময় ভাল সুদের হার দিয়ে থাকে। সেগুলি যদি সঠিক সময় নজরে রাখতে পারেন তাহলে সেখানে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। ব্যাঙ্কে বিনিয়োগ করলেই ভাল রিটার্নের পাশাপাশি সুরক্ষার দিকটিও থাকে।

জেনারেল সিটিজেন এবং সিনিয়র সিটিজেনরা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ভাল সুদের হার পেয়ে থাকেন। ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগ করার ফলে আপনার টাকা এক জায়গায় সুরক্ষিত থাকে। তবে দেশের সুপার সিনিয়র সিটিজেনরাও সেই তালিকা থেকে পিছিয়ে নেই। তারাও ভাল সুদের মাধ্যমে লাভ পেতে পারেন। এই স্কিমটি ৬৫ বেসিস পয়েন্ট দেয়। এছাড়া সুপার সিনিয়র সিটিজেনরা অতিরিক্ত ১৫ বেসিস পয়েন্ট পেয়ে থাকেন। তাই এখানে বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। নিজের কাছের ব্যাঙ্কে গিয়ে কথা বলে এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন।